শুভ বিবাহ উৎসব
১৮ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA   গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-69 ■ 9 December, 2025 ■ আগরতলা ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

Sister Spices নিশ্চিন্তের প্রতীক
রন্ধনেই বন্ধন
সিষ্টার

কংগ্রেস ও নেহেরুকে আক্রমণ করে

‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে লোকসভায় আলোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

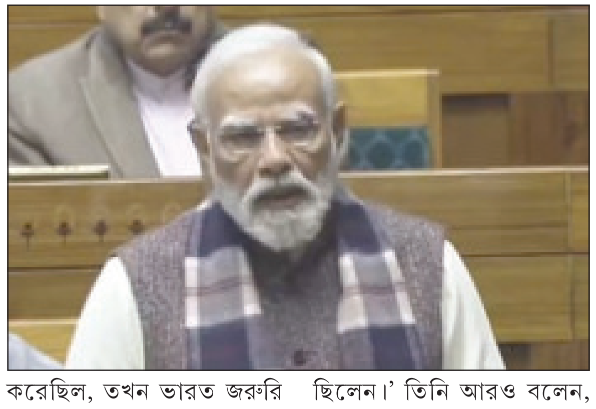

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ লোকসভায় "বন্দে মাতরম" নিয়ে এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে কংগ্রেস এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে আক্রমণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি দাবি করেছেন যে কংগ্রেস "বন্দে মাতরম" গানটির টুকরো টুকরো করেছে এবং নেহরু বলেছিলেন যে এই গান মুসলমানদের উস্কানি দিতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একটি চিঠি লিখেছিলেন সাবিত্রীবিহারী বোসকে, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে তিনি "বন্দে মাতরম" গানটির পটভূমি পড়েছেন এবং মনে করেন যে এটি মুসলমানদের উত্তেজিত করতে পারে। তিনি বলেন, তাঁরা "বন্দে মাতরম" গানটির ব্যবহার পর্যালোচনা করবেন, বিশেষ করে যখন এটি ছিল বাঙালির সৃষ্টি,' প্রধানমন্ত্রী মোদি এদিন বলেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে বলেন, 'যখন "বন্দে মাতরম" ৫০ বছর পূর্ণ করেছিল, তখন ভারত ব্রিটিশ শাসনে ছিল। যখন "বন্দে মাতরম" ১০০ বছর পূর্ণ করেছিল, তখন ভারত জরুরি অবস্থার অধীনে ছিল। সেই সময়ে দেশপ্রেমিকরা কারাগারে বন্দি ছিলেন।' তিনি আরও বলেন, 'বন্দে মাতরম" গানটি ১৫০ বছর পূর্ণ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংঘর্ষ ও বলিদানই হচ্ছে ‘বন্দে মাতরম’ ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। ব্রিটিশ শাসনের ২০০ বছরের ইতিহাস, সংঘর্ষ বলিদানকে এক কথায় ব্যক্ত করে বন্দেমাতরম। বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে লোকসভায় আয়োজিত বিশেষ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে একথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম এই বন্দেমাতরম উচ্চারণ করেছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে আরো সুন্দর রূপ দেন। ভারতে ২০২০০ বছরের ব্রিটিশের শাসনকাল, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংঘর্ষ, তাদের আত্ম বলিদান সবকিছুকেই এক কথায় এই বন্দেমাতারম ব্যাখ্যা করে। বন্দেমাতরম এর দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সম্প্রদায়বাদীরাই বানিয়ে ছিল আপত্তির গল্প ঃ প্রিয়াঙ্কা

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর ।। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের জবাবে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বাদরার তীব্র প্রতিক্রিয়া। তিনি অভিযোগ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর লেখা ১৯৩৭ সালের চিঠির আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। প্রিয়াঙ্কা জানান, নেহরু নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট করেছিলেন যে "বন্দে মাতরমের বাকি স্তবক নিয়ে যে আপত্তির কথা বলা হয়, তা মূলত সম্প্রদায়বাদীদের তৈরি।" কিন্তু মোদী তাঁর বক্তব্যে এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি উল্লেখ করেননি বলেও দাবি করেন তিনি।

এর আগে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, নেহরু জিন্নাহর অনুভূতি মেনে নিয়ে লিখেছিলেন যে আনন্দমঠ---এর পটভূমির কারণে ‘বন্দে মাতরম’ মুসলিমদের মধ্যে আপত্তি সৃষ্টি করতে পারে।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী পাল্টা প্রশ্ন তোলেন "যে দিনে শুধুমাত্র প্রথম দুই স্তবক গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই সভায় তো উপস্থিত ছিলেন ড. বি.আর. আম্বেদকর ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তখন তাঁরা আপত্তি তুললেন না কেন?"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, সরকারের নেহরু-আক্রমণ অব্যাহত। প্রিয়াঙ্কার চ্যালেঞ্জ, "নেহরুর যত ‘ভুল’ বলে মনে হয়একটি তালিকা তৈরি করুন, সময় নির্ধারণ করুন, সংসদে পূর্ণাঙ্গ বিতর্ক হোক।"

প্রিয়াঙ্কার দাবি, পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য খাতে আজ যে ভিত্তি রয়েছে, তার মূল স্থপতি জওহরলাল নেহরু। তিনি বলেন "নেহরু ইসরো না গড়লে আজ বাংলার বিজ্ঞানচর্চা কোথায় থাকত? ডিআরডিও না থাকলে তেজস বানাত কোথায়? আর এইমস না থাকলে কোভিডের সময় মানুষ চিকিৎসা পেত কোথায়?"

তিনি স্মরণ করিয়ে দেন১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ‘বন্দে মাতরম’ গানটি গেয়েছিলেন। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে টেগোর এই গান গেয়ে বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে নেতাজি-নেহরুর চিঠিপত্রে যে প্রসঙ্গ ওঠে, তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ মোদী উল্লেখ করেননি।

তিনি আরও বলেন "সরকার শুধু নির্বাচনী রাজনীতির হিসেব কষছে। আমরা এখানে দেশের স্বার্থের জন্য।" ভোটব্যাংক ও অতীত-কেন্দ্রিক রাজনীতিতে সরকার আটকে আছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শেষে কাটাছেঁড়া মন্তব্য "মোদীজি আগের মতো প্রধানমন্ত্রী আর নন। আপনাদের দলেও অনেকে নীরবে তা মেনে নিচ্ছেন।"

উদ্বোধনী ভাষণে ওম বিড়লা বলেন "বন্দে মাতরমের ১৫০ বছরের যাত্রা ভারতের মাতৃসৌন্দর্য, শক্তি ও ঐক্যের প্রতীক। অসংখ্য বীরস্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগের প্রতি আজ আমরা শ্রদ্ধা জানাই।"

প্রিয়াঙ্কার মন্তব্য "মোদীজি বলেন ‘বন্দে মাতরম’ বিভাজন সৃষ্টি করেছে। এ কথাই অপমান। নেহরু যত বছর জেলে কাটিয়েছেন, মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হয়েও তত বছর দায়িত্বে ছিলেন না।"

রাজ্য ভিত্তিক ওয়ানগালা উৎসবের উদ্বোধন

কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরা রক্ষায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরাই আমাদের স্বতন্ত্র পরিচয়। আজ উদয়পুরের নাতিনটিলায় আয়োজিত ২০তম রাজ্যভিত্তিক ওয়ানগালা উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। তিনি বলেন, সারা দেশে প্রায় ৭০০ জনজাতি গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করলেও ত্রিপুরায় রয়েছে ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠী। তাঁদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে সুরক্ষিত রাখতে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, উদয়পুর মহকুমা প্রশাসন এবং ত্রিপুরা গারো ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের আয়োজন করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের বর্তমান সরকার বিকশিত ত্রিপুরা এবং বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে সকল সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নে বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষা, রাস্তাঘাট, পানীয়জল, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নে রাজ্য সরকার সমানভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগবান বীর বিরসা মুন্ডার জন্মদিনকে "জনজাতি গৌরব দিবস" হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ওয়ানগালা উৎসব প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গারো সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উৎসব এটি। এই উৎসব জাতি ও জনজাতির মিলন মেলা হিসেবে কাজ করে। গারো সমাজ এই উৎসবে তাঁদের কূলদেবতার পূজা করেন এবং নতুন ফসল ঘরে তোলেন। অনুষ্ঠানে গারো সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে একটি দাবিনামা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন দাবিগুলি পরীক্ষা করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সম্মানিত অতিথি অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, ওয়ানগালা মেলার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক তিনটি দুর্ঘটনায় নিহত এক আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। রিকশা—বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে রিকশাচালকের। আজ রাজধানীর পুরাতন আরএমএস চৌমুহনী এলাকায় ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ঘটনার বিবরণে রিকশাচালকের ভাই জানিয়েছেন, আজ সকালে মোটর লাগানো রিকশাটি বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে তার ভাই টুটন দাস গুরুতর আহত হন এবং পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়। সে বিশালগড় এলাকার বাসিন্দা। দ্রুত গতিতে থাকার কারণে সে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ট্রাফিক সিগনাল না মানাতেই এই বিপত্তি ঘটে বলে জানান তিনি।

এদিকে, বিশালগড়ের নদীলাক এলাকায় আজ দুই মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হয় দুই যুবক। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রের পেশ করা দশটি বিল সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী ঃ আশীষ সাহা

প্রতিবাদে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। কৃষি বীজ বিল ও বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণ—২০২৫ বিলের খসরা প্রত্যাহারের দাবিতে সদর জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে সোমবার এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি সংসদে এই দুই বিলসহ মোট দশটি বিল পেশ করেছে, যেগুলিকে জনস্বার্থবিরোধী বলে দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস।

সংসদে পেশ করা কৃষক ও জনস্বার্থ বিরোধী প্রস্তাবিত খসড়া
‘বীজ বিল, ‘বিদ্যুৎ বিল,
বাতিলে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনে সামিল হউন
ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস

বিলগুলির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে গিয়ে সমবেত হয়। সেখানে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

প্রদেশ সভাপতির অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের পেশ করা দশটি বিল দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী। অবিলম্বে এই বিলগুলি সংসদ থেকে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে কংগ্রেস ইতিমধ্যেই সারা দেশজুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলনে নেমেছে। আগরতলার এই কর্মসূচি সেই সর্বভারতীয় আন্দোলনেরই অঙ্গ।

এদিনের সমাবেশ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়ে দেয়, যদি কেন্দ্র সরকার বিলগুলি প্রত্যাহার না করে, তবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে দল।

শ্রম কোড বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে সিআইটিইউ’র বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। শ্রম কোড বাতিল, বিভিন্ন প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে আগরতলার অফিস লেন এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে সিআইটিইউ অনুমোদিত মিড ডে মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, আশা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার হাতে কর্মীরা এদিন সরকারের শ্রমবিরোধী নীতি ও প্রকল্পভিত্তিক কর্মীদের অস্থিরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। বিক্ষোভস্থলে সংগঠনের সদস্য পাঁচালী ভট্টাচার্য জানান দীর্ঘদিন ধরে নানান দাবি থাকা সত্ত্বেও সরকারের উদাসীনতার কারণে কর্মীরা ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সামনেই কেন্দ্র সরকার বাজেট পেশ করবে। এই বাজেটের দিকেই সবার নজর রয়েছে। তাই বাজেট বরাদ্দ বারানো সহ একাধিক দাবিতে সবর হয়েছেন তাঁরা।

তিনি বলেন, শ্রম কোড বাতিল, প্রকল্পভিত্তিক কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো, ই এম আই, গ্র্যাচুয়িটি সহ সকল প্রকার সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে। প্রকল্প কর্মীদের জন্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চড়িলামে বিজেপির সভায় দুষ্কৃতীদের হামলা ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। চড়িলামে বিজেপির কর্মসূচিতে দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনা সামনে আসতেই এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত বিজেপির একটি সভাস্থলে হঠাৎই দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়ে ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, টেবিল ও চেয়ার ভাঙচুর করে তছনছ করে দেয়। ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি হলে কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

রাজনৈতিক মহলের দাবি, বিরোধী দল সিপিএম বা কংগ্রেস অনুমতি নিয়ে কর্মসূচি করলে সেখানে দুষ্কৃতীদের হামলা-হুজ্জতি নতুন নয়। এরই ধারাবাহিকতায় গতকালই আগরতলা-৬ আসনের নোয়াগাঁও এলাকায় কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলনে হামলার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় ডাক আদালত ১৮ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। আঞ্চলিক স্তরের ডাক আদালত আগামী ১৮ ডিসেম্বর আগরতলায় পোস্টমাস্টার জেনারেল, নর্থইস্ট—১ রিজিওন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ আদালত বসানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে ডাক বিভাগ।

ডাক পরিষেবা সম্পর্কিত অভিযোগ পাঠাতে হলে লিখিত আকারে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে আবেদন পাঠাতে হবে। খামের উপর স্পষ্টভাবে লিখতে হবে "ডাক আদালত, পোস্টমাস্টার জেনারেল, নর্থইস্ট—১ রিজিওন, আগরতলা—৭৯৯০০১"। প্রত্যেকটি অভিযোগের সঙ্গে অভিযোগকারীর সম্পূর্ণ ঠিকানা, রেজিস্ট্রেশন রিসিপ্ট নম্বর সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক। ডাক বিভাগের সঞ্চয় প্রকল্প বা ডাক জীবন বীমা সংক্রান্ত অভিযোগ হলে অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং বীমাকারীর সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। লিখিত অভিযোগগুলি অবশ্যই ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের বিকেল ৪:৩০ মিনিটের মধ্যে উল্লেখিত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। এই সময়সীমার পরে পৌঁছানো অভিযোগগুলি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের ৪ বছর পূর্তি

শহরকে স্বচ্ছ ও সুন্দর রাখতে ক্লাবগুলিকে যুক্ত করা হচ্ছে ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। শহরকে স্বচ্ছ ও সুন্দর রাখতে ক্লাবগুলিকেও যুক্ত করা হচ্ছে , বর্তমান পুর নিগমের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বললেন মেয়র দীপক মজুমদার। আগরতলা শহরকে স্বচ্ছ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয় দিন পর কফিনবন্দি চিকিৎসকের দেহ এল বাড়িতে, কান্নায় ভারী হল বাতাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। অবশেষে সোমবার সকালে রাজ্যে ফিরলো বহি:রাজ্যে পাঠরত ইন্টার্ন চিকিৎসক সপ্তর্ষি দাসের নিথর দেহ। কিছুদিন আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় তিন বন্ধুর সাথে তার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু বিমানের সমস্যার কারণে এতদিন ধরে দেহ বাড়ি আনা যায়নি। শেষে সড়ক পথে নিথর দেহ আজ ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের আমরোহায় বুধবার রাতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা চার তরুণ ডাক্তারি পড়ুয়ার জীবনে চিরকালীন অন্ধকার নেমে এসেছে। সেই চার জনের একজন ছিল আগরতলার রামনগর ১ নং রোডের একমাত্র সন্তানে ভরসা করা বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তানসপ্তর্ষি দাস। পরিবারের স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ, হাসিসবকিছুই যেন এক মুহূর্তে থেমে গেল একটি ভয়ংকর দুর্ঘটনার ধাক্কায়।

ছয় দিন ধরে নিদ্রাহীন অপেক্ষা, অবিশ্বাস আর ব্যথায় কাতর ছিলেন সপ্তর্ষির বাবা-মা। বিমানপথে মরদেহ আনার জটিলতায় প্রতিদিনই তাদের আশার আলো একটু একটু করে নিভে যাচ্ছিল। অবশেষে ছয় দিনের লম্বা প্রতীক্ষার শেষে কফিনবন্দি অবস্থায় যখন সপ্তর্ষির দেহ রামনগরের বাড়িতে পৌঁছাল, তখন কান্নায় ভেঙে পড়ল পুরো এলাকা। নীরবতার সঙ্গে মিশে গেল হৃদয়বিদারক আর্তনাদ।

একমাত্র সন্তানের চিকিৎসক পড়াশোনা সম্পূর্ণ হওয়ার খুশিতে মাতোয়ারা ছিলেন বাবা মা। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। নিজের সন্তানকে শেষবারের মতো ছুঁতেও পারেননি অসহায় বাবা-মা। সমস্ত প্রতিবেশী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেনকারও চোখেই জল লুকোনো যাচ্ছিল না।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, মেয়র দীপক মজুমদারসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে জানালেন শেষ শ্রদ্ধা। মুখ্যমন্ত্রী বললেন এমন দুঃখের কথা বলার ভাষা নেই। বাবা-মায়ের একমাত্র

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,৯ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
২২ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

গবেষণায় নতুন দিগন্ত

ধর্ম কোন সংকীর্ণ বিষয় নয়। নৈতিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে ধর্ম বিশাল দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে। ধর্ম না থাকিলে মানুষ বাচিতে পারিত না। ধর্ম মানুষকে আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী হইতে সাহস যোগায়।

ধর্মকে কেবল আচার-অনুষ্ঠান বা বিশ্বাসের পরিসরেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া তাহাকে নৈতিকতা, সামাজিক কর্তব্য, দর্শন, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতেই আইআইটি ভুবনেশ্বরে শুরু হইল প্রথম বার্ষিক গ্লোবাল ধর্ম স্টাডিজ সম্মেলন। তিন দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন ধর্মকে একটি গবেষণা-নির্ভর, আন্তঃবিভাগীয় একাডেমিক ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিবে বলিয়াই মত আয়োজকদের।এই সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে একাধিক শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগেযেমন বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ, ভুবনেশ্বরের ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট, আইআইটি রূড়কির মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতার ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার, সাম্মাক্কা সারাক্কা সেন্ট্রাল ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি, ফ্লেম ইউনিভার্সিটির ইন্ডিয়া সেন্টার এবং হায়দরাবাদের ইএফএল বিশ্ববিদ্যালয়। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়াছেন এই সম্মেলনে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গোবর্ধন ইকোভিলেজের ডিরেক্টর ও ইস্কন গভর্নিং বডি কমিশনের সদস্য গৌরাঙ্গ দাস। সভাপতিত্ব করেন আইআইটি ভুবনেশ্বরের পরিচালক প্রফেসর শ্রীপদ কামালকার। সম্মেলনের আহ্বায়ক ড. অক্ষয় কে. রথ ধর্মকে একটি বহুমাত্রিক, আন্তঃসাংস্কৃতিক গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। গৌরাঙ্গ দাস বলেন, 'আজকের পৃথিবী মানসিক চাপ, পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা ও সামাজিক ভাঙনের প্রবল সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়ে। ধর্ম এমন এক কাঠামো, যাহা সমাজে সুষমতা ফিরাইয়া আনিতে পারে। গীতার শিক্ষা পরিচয়ের স্থিরতা, উদ্দেশ্যের পবিত্রতা এবং কর্মের দৃঢ়তা শেখায়যাহা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।'প্রফেসর কামালকার বলেন, 'ধর্ম ভারতের গভীর সাংস্কৃতিক-দর্শনগত ঐতিহ্যের অনন্য বোধ। এর সরল অনুবাদ হয় না। তাই ধর্মের গবেষণামূলক অধ্যয়ন আরও শক্তিশালী হওয়া উচিত। এই সম্মেলনের মাধ্যমে আইআইটি ভুবনেশ্বর ধর্মকে একটি সভ্যতার ধারণা হিসেবে নতুন গবেষণার পরিসর তৈরি করিতে চায়।'ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহ-আয়োজক ড. নরেশ চন্দ্র সাহু। এ বছর দুটি বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার প্রবর্তিত 'এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ পুরস্কার' এবং প্রফেসর হোশাং মার্চেন্ট প্রতিষ্ঠিত 'হাবিজ মার্চেন্ট সেরা প্রবন্ধ পুরস্কার'। বক্তব্য রাখেন ফ্লেম ইউনিভার্সিটির প্রফেসর পঙ্কজ জৈন, অধ্যাপক হোশাং মার্চেন্ট, রীটা ডি. শর্মা, অশোক মহাপাত্র-সহ বিভিন্ন আইআইটি ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা।মানবিক বিজ্ঞান, আইন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষাবিদ্যা, সাংস্কৃতিক গবেষণা এবং প্রযুক্তিএই সমস্ত ক্ষেত্রের অংশগ্রহণে ধর্মকে নৈতিকতা, পরিবেশচেতনা এবং সামাজিক দর্শনের আধুনিক কাঠামো হিসেবে নতুন আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করিয়াছে। ইহাকে আরও বিস্তৃত করিতে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হইবে। তাহা হইলে ধর্ম সার্বিক বিকাশের অন্যতম ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। ধর্মের প্রতি মানুষ আরো বেশি করিয়া আকৃষ্ট হইবে।

গোয়ায় নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড: ২৫ জনের মৃত্যু, মালিক গ্রেপ্তার

পানাজি, ৮ ডিসেম্বর : গোয়ায় আরপোরার বার্চ বাই রোমিও লেন নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জন নিহত হয়েছে, যার মধ্যে দিল্লির করওয়াল নগরের একটি পরিবারের চার সদস্যও রয়েছে। এই পরিবারটি আগুনে নিহত হয়, যেখানে এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর জীবন বাঁচালেও দুই সন্তানের সঙ্গে নিজেও প্রাণ হারান।

রবিবার গভীর রাতে ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি। অগ্নিকাণ্ডের সময় একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যা দেখায় যে, একটি ইলেকট্রনিক ফায়ারক্র্যাকার নাচের পারফরম্যান্সের সময় সেট করা হয়, এবং সেই স্পার্কটি বাঁশের ছাদে পৌঁছালে একে একে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার পরের একাধিক ভিডিওতে নাচ ও সঙ্গীত পরিবেশনকারী ব্যক্তিরা আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াচ্ছেন, এবং আগুনের তীব্রতা দেখতে পাওয়া যায়। অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের মধ্যে ৫ জন বিদেশি পর্যটকও রয়েছেন।

ঘটনার পর, নাইটক্লাবের এক মালিক সাওরভ লুথ্রা গণমাধ্যমে একটি বিবৃতি জারি করেন, যেখানে তিনি এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'ম্যানেজমেন্ট এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মানুষদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত।'

গোয়া পুলিশ জানিয়েছে যে, এই অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং সোমবার দিল্লিতে একজন অপারেশন ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রয়েছেন ক্লাবের চিফ জেনারেল ম্যানেজার রাজীব মোদক, জেনারেল ম্যানেজার বিবেক সিং, বার ম্যানেজার রাজীব সিংহানিয়া, গেট ম্যানেজার রিয়াংশু ঠাকুর এবং অপারেশন ম্যানেজার ভারত সিং। গোয়ার নাইটক্লাবের আগুনে নিহত হয়েছেন ২২ বছর বয়সী ডিগান্ত পাটির, একজন শেফ, যিনি আসামের ধেমাজি জেলার বাসিন্দা ছিলেন। ডিগান্ত গত এক বছর ধরে গোয়ায় কাজের জন্য গিয়েছিলেন। এখন তার পরিবার মৃতিদেহটি আসামে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে, কারণ তাদের কাছে সেই খরচ জোগানোর মতো পর্যাপ্ত সামর্থ্য নেই।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক টুইটে বলেন, 'গোয়ায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারানো ২৫ জনের মধ্যে ডিগান্ত পাটিরসহ তিনজন অসমবাসী রয়েছেন। আমি তাদের পরিবারদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।'

গোয়া পুলিশ তদন্তের অংশ হিসেবে নাইটক্লাবের মালিকদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। পুলিশ ক্লাবের মালিকদের বিরুদ্ধে লুক-আউট নোটিশ জারি করেছে এবং দাবি করছে যে, এই ক্লাবটির লাইসেন্স প্রদানের সময় প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন পূর্ণ ছিল না।

এদিকে, গোয়া সরকার নাইটক্লাব চেইনের বিরুদ্ধে আরও পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে, যা আগুনের ঘটনার পর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে।

নবনীবন্ধু ব্রহ্মচারী জীবন ও ভজনধারা

মিঠুন রায়

প্রেমময় অবতার শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আদর্শকে পাথেয় করে ভোগময় জীবন ত্যাগ করে বিশ্বজনের মঙ্গলার্থে যারা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুদেবের চরণে সমর্পণ করে দিয়েছেন তারাই প্রকৃত সাধক। এ সব উচ্চাঙ্গিক সাধকদের মধ্যে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ নবনীবন্ধু ব্রহ্মচারীজি অন্যতম। বিশ্বজীবের মঙ্গলের জন্য কীর্তিমান নবনীবন্ধু ব্রহ্মচারীজী শ্রীশ্রীগুরুদেব তথা বৈষ্ণবাচার্য ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ত্যাগী সাধুর বেশ বেছে নেন। এককথায় যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন মহাপুরুষগণ যেমন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাদের পার্ষদদের নিয়ে এসেছেন , যেন এসব মহাপুরুষ তথা অবতারকল্প মহান সাধকদের দিব্যলীলা কাহিনী জগতে তাদের দ্বারা প্রচারিত হতে পারে। মানবপ্রেমের মূর্ত প্রতীক পূজ্যপাদ নবনীবন্ধু ব্রহ্মচারীজী শ্রীভগবানের দর্শনলাভের কারণে বিশেষ করে চরণ সান্নিধ্য পাবার তরেই ঠাঁই নিয়েছিলেন শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে। পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীমৎ নবনীবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজের দিব্য জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ৫ জৈষ্ঠ্য কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার ডেকেরিখলা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল রমণীমোহন দাস। পিতা ভক্তপ্রবর মহিমচন্দ্র দাস ও মাতা মোহনবাসী দাসী। শৈশবকাল থেকেই গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া , খেলাধূলা ছাড়াও বালক রমণীমোহনের মধ্যে বিগ্রহের সেবাপূজা , ভক্তিভাব লক্ষ্য করা যায়। এস এস সি পাশ করার পর উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি বেশ কিছুদিন শিক্ষকতার কাজ করেন। পরবর্তী সময়ে বি এ পাশ করেন। গণিত ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। ১৯৪০ ইং সালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত প্রথম ধর্মসভায় ড় মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর আলোচনা শুনে ওনার প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথম দর্শনেই সাংসারিক ভোগলালসা ত্যাগ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর করকমলে নিজেকে সমর্পণ করে দেন। গৃহত্যাগ করে চলে আসেন ফরিদপুরস্থিত শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে। বৈষ্ণবাচার্য ড় মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী তাকে ত্যাগী ব্রহ্মচারী রূপে দীক্ষা দিলেন। নামকরণ করলেন নবনীবন্ধু ব্রহ্মচারী। দীক্ষালাভের পর শ্রীঅঙ্গনে ফুলের বাগান থেকে শুরু করে গোয়াল ঘর পরিষ্কার সহ সবকিছুই ছিল তার নিত্যকর্ম। পরিক্রমা কীর্তন ও গীতা প্রচারাভিযানে

শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালনে

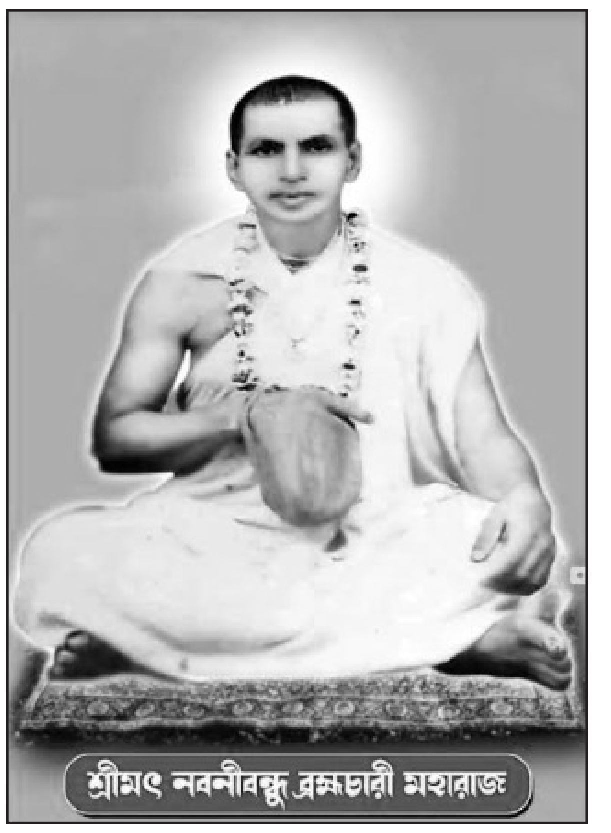

ছিলেন রাম ভক্ত হনুমানের মত। ইংরেজী ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত নবদ্বীপে মহানাম প্রতিষ্ঠা , অষ্ট ব্রহ্মচারীর স্মরণে শহীদ বেদী স্থাপন , কলকাতায় মহানামব্রত কালচারাল ও ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠায় তিনি বরাবরই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে না। তার জীবন ত্যাগের অন্যতম প্রতিবিম্ব।

ড় মহানামব্রতজী আদেশে দীক্ষাদান থেকে শুরু করে আসাম, ত্রিপুরা , ওড়িশা , পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে ভাগবতী পরিক্রমা , ১৯৭৭ ইং সালে পুরীর আশ্রম প্রতিষ্ঠায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আমাদের ক্ষুদ্ররাজ্য অরণ্যদুহিতা পার্বতী ত্রিপুরারও তিনি বহুবার সফর করেন। রাজধানী আগরতলার বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গনে অবস্থানকালে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা ভ্রমণ করেন। গ্রামেগঞ্জে বিভিন্ন এলাকায় তিনি প্রচার করেন শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃত বার্তা। সেই সঙ্গে শ্রীগুরুদেবের আদেশে চালিয়ে যান মহকুমায় রয়েছে তাঁর শত শত ভক্ত - শিষ্য।সবসময় ভজনে ডুবে থাকতেন। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা।প্রত্যেক জীবের মধ্যে তিনি ঈশ্বর দর্শন করতেন। তাঁর উদ্যোগেই প্রথম ১৯৯৬ সালে ড় মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর শিকাগো ভাষণের হীরকজয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলায় মানবধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রয়াণের পর তিনি ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের মহানাম সম্প্রদায়ের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। নিরভিমানী , প্রজ্ঞা , জ্ঞান তাপস শ্রীমৎ নবনীবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ ছিলেন মহানাম সম্প্রদায়ের তৃতীয় সভাপতি। এত উচ্চপদে আসীন হয়েও তিনি ছিলেন তৃণাদপি সুনীচেন এর প্রতীক। ভক্তদের দীক্ষা দিয়ে বলতেন , " আমি কেবল শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করছি। " ক্ষণজন্মা এ পুরুষ দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত নীরবে নিভৃতে সাধনা ও কর্মের মধ্য দিয়ে প্রাণপ্রিয় প্রভুর সেবা করে গেছেন। ২০০২ সালের ১২ ডিসেম্বর , কলকাতাস্থিত শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গনের অদূরে এক সড়ক দুর্ঘটনায় বেলভিউ নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রভু বন্ধুসুন্দরের রাঙ্গা চরণে তিনি আশ্রয় নেন। ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

শ্রীমৎ নবনীবন্ধু ব্রহ্মচারীজীর জন্মশতবর্ষ ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে নীরবে। শতবর্ষ পরেও তাঁর ভজনশৈলী আমাদের নিকট অনুকরণীয়।

আজ ১২ ডিসেম্বর ২০২২ ইং (২৫ শে অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ) পুণ্য মহাপ্রয়াণ দিবসে তাঁর করকমলে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য। তিরোধান দিবসে তাঁর উদ্দেশ্য আমরাও বলে উঠি-

' তুমি রহ মোর আগে
জীবনের পুরো ভাগে।'

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বড় হাতিয়ার হলো শিক্ষা

মো. সাইফুল্লাহ

আমরা জানি, বাংলাদেশের লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিতি পাওয়া। শুরুতে কিছু অঙ্ক করা যাক। ধরে নিই, উন্নত দেশ হতে হলে বাংলাদেশের মানুষের গড় বার্ষিক আয় হতে হবে ১০ হাজার মার্কিন ডলার। বর্তমানে সংখ্যাটা প্রায় দুই হাজার। অতএব লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে মানুষের আয় আজকের তুলনায় পাঁচ গুণ বাড়াতে হবে। এটা কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তাহলে কী করা উচিত?

তিন উপাদান

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উপাদান মূলত তিনটিটাকা, প্রযুক্তি ও জনবল। সোলোর গ্রোথ মডেল এমনটাই বলে। জানিয়ে রাখি, রবার্ট সোলো একজন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ, তিনি এমআইটির অধ্যাপক। কিন্তু তাঁর মডেলটা কি আসলেই কাজের? হ্যাঁ। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অর্থনীতির দিকে তাকালেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর এবং পরে চীনেও একই প্রবণতা দেখা গেছে। পূর্ব এশিয়ার এই সব কটি দেশের মধ্যেই একটা জায়গায় মিল। টাকাশুরুতে তাঁরা ধার করেছে। প্রযুক্তিকিনেছে বা শুরুর দিকে অনুকরণ করেছে। কিন্তু জনবল? এটাই মূল উপাদান। দক্ষ জনবল তাঁরা পেয়েছে মানসম্মত শিক্ষার ফল হিসেবে। অতএব দেখুন, টাকা, প্রযুক্তি আর জনবলএই তিন উপাদানই তাঁদের অর্থনীতিকে উন্নত করেছে।

এবার আবার সেই অঙ্কে ফেরা যাক। ২০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি কি এখনকার তুলনায় ৫ গুণ বড় হতে পারে?

তাইওয়ানের একটা বস্তিতে আমি বড় হয়েছি। হাইস্কুলে ওঠার আগ পর্যন্ত আমার কোনো পড়ার টেবিল ছিল না। একাধিক পরিবারের ব্যবহারের জন্য ছিল একটা মাত্র টয়লেট। এক বালতি পানির জন্য আমি আর আমার ভাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

মিস্টার ওয়াংয়ের গল্প

একটা ঘটনা বললে বোধ হয় বুঝতে সুবিধা হবে। ১০ বছর আগে চীনে আমার মিস্টার ওয়াংয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। নিজ গ্রামের বাড়ি থেকে তিনি শেনজেন শহরে পাড়ি জমিয়েছিলেন কাজের খোঁজে। আইফোনের যন্ত্রপাতি জুড়ে দেয় (অ্যাসেম্বল), এমন এক প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করতেন। গ্রামে তাঁর আয় ছিল ১০০ ডলারেরও কম। আইফোনের কাজ পেয়ে তাঁর মাসিক আয় দাঁড়ায় ৫০০ ডলার। অর্থাৎ, রাতারাতি আয় বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ। এখন মিস্টার ওয়াংয়ের মাসিক আয় প্রায় দুই হাজার ডলার। ১০ বছরে তাঁর আয় ২০ গুণ বেড়েছে। মিস্টার ওয়াং কাজ করেন তাইওয়ানের একটি প্রতিষ্ঠানে। এই প্রতিষ্ঠান চীনের প্রায় ১৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান করেছে। অতএব মিস্টার ওয়াংয়ের মতো আরও ১৩ লাখ গল্প সেখানে থাকতেই পারে। বাংলাদেশের মানুষের জীবনেও যদি একই রকম পরিবর্তন আনা যায়, তাহলে হয়তো ২০ বছরে এ দেশের অর্থনীতি ৫ গুণ বড় হওয়া সম্ভব।

তবে এখানে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। অর্থনীতিক উন্নয়নের তিন উপাদানের কথা মনে আছে তো? টাকাসেটা ধার করা যায়। অতএব ধরে নিচ্ছি এটা সমস্যা নয়। প্রযুক্তিঅন্যের অনুকরণ করা যায়। কিন্তু জনবল? এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তো তেমন দক্ষ জনবল তৈরি করতে পারেনি। যদি এখনই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া না হয়, তাহলে এই একটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়েই থাকবে। গার্মেন্ট শিল্পের সুবাদে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরা হয় ৭ থেকে ৮ শতাংশ। কিন্তু এই গতি আমরা ধরে রাখতে পারব, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। গার্মেন্ট শিল্প ছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির শক্তিশালী হাতিয়ার আর কি কিছু আছে? আমার বেড়ে ওঠা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ২০২০ সালের সামাজিক গতিশীলতা প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিকে থাকা বিশ্বের ৫ শতাংশ দেশের মধ্যে। সামাজিক গতিশীলতা কম মানে কী? অর্থাৎ একজন রিকশাচালকের সন্তানের ব্যাংকার বা আইনজীবী হওয়ার সম্ভাবনা কম। একজন জেলের সন্তান অধ্যাপক বা চিকিৎসক হবে, সেই সম্ভাবনা কম। বস্তিতে থাকা কোনো ছেলে বা মেয়ে বিজ্ঞানী বা মহাকাশচারী হওয়ার স্বপ্ন দেখবে, সেটা এক রকম অসম্ভব। সামাজিক বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদদের মতে, শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক গতিশীলতার উন্নয়ন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটু সময় লাগতে পারে। তাইওয়ানের একটা বস্তিতে আমি বড় হয়েছি। হাইস্কুলে ওঠার আগ পর্যন্ত আমার কোনো পড়ার টেবিল ছিল না। একাধিক পরিবারের ব্যবহারের জন্য ছিল একটা মাত্র টয়লেট। এক বালতি পানির জন্য আমি আর আমার ভাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

বছর কয়েক পর যখন একটা ব্যবস্থাপনা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ শুরু করলাম, আমাকে প্রায়ই বিশ্বের নানা দেশে যেতে হতো। তাইওয়ানে গেলে হোটেলে না উঠে মা---বাবার সঙ্গে থাকতাম। অফিসের গাড়ি আমাকে বাড়ি থেকে বিমানবন্দর, কিংবা বিমানবন্দর থেকে বাড়িতে পৌঁছে দিত। এক সকালে বাবা বললেন, 'যা---ই করো, এমন কিছু কোরো না যাতে আইন লঙ্ঘন হয়।' আমি কী করি, সেটা বোঝা তাঁর জন্য কঠিন ছিল। মা আমাকে নিয়ে গর্ব করতেন। বয়স যখন চল্লিশের কোঠায়, আমার প্রতিষ্ঠান আমাকে পূর্ণ বেতনসহ দ্বিতীয় পিএইচডির জন্য অর্থায়ন করল। আমার মা এসব কথা কোনোদিন বন্ধু ---স্বজনদের জানাননি। কারণ, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। এমনকি মায়ের নিজের জন্যও বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। শিক্ষা আমার জীবন বদলেছে। আমি একা নই। আমার প্রজন্মের অনেকের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।

আরও একটা লক্ষ্য চাই

উচ্চশিক্ষার বৈশ্বিক মানচিত্রে সাড়ে ১৬ কোটি মানুষের দেশটির উল্লেখযোগ্য কোনো অবস্থান নেই। তোমাদের কেমন লাগে জানি না। কিন্তু আমি ঠিক গর্ব বোধ করতে পারি না। একটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয় একটি দেশের বৈশ্বিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচায়ক। একটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে জাতীয় গৌরবের উৎস। মোদ্দাকথা হলো, অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটা বড় হাতিয়ার হলো শিক্ষা। শিক্ষাই পারে সামাজিক গতিশীলতা আনতে। ব্যবসা আসবে যাবে, ক্ষমতার উত্থান---পতন হবে, কিন্তু একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয় টিকে থাকবে আজীবন। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকায় স্থান পেতে চায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এটা একটা দারুণ আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আমি পরামর্শ দেব, এর সঙ্গে আরও একটা লক্ষ্য যোগ করা উচিত। আর তা হলো: ২০৪১ সালের মধ্যে অন্তত একটি বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পাবে বিশ্বের সেরা ১০০---এর তালিকায়। এটা কি সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। আমি নিজের চোখে দেখেছি। কোরিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয় ৩০ বছরের মধ্যে বিশ্বসেরা শতকের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। হংকংয়ের একটি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের ওপরের সারির ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান পেয়েছে ২০ বছরের মধ্যে।

অতএব দেশের শিক্ষাসংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের প্রতি আমার আবেদনশিক্ষাকে জাতীয় এজেন্ডার একদম ওপরে স্থান দিন। স্রেফ দর্শক হয়ে থাকবেন না। স্রেফ সমালোচক হবেন না। মাঠে নামুন। জামার হাতা গুটিয়ে নিন। আঘাত করুন। পাল্টা আঘাতের মোকাবিলা করুন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

CHOR GADDI CHHOD
ভোট চোর গোদী ছাড়
সংসদে পেশ করা কৃষক ও জনস্বার্থ বিরোধী প্রস্তাবিত খসড়া
'বীজ বিল, 'বিদ্যুৎ বিল,
বাতিলে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনে সামিল হউন
ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস

কৃষক ও জনস্বার্থ বিরোধী প্রস্তাবিত খসড়া বাতিলে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনে সামিল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। ছবি নিজস্ব।

গোয়ায় নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড: ২৫ জনের মৃত্যু মালিক গ্রেপ্তার

পানাজি, ৮ ডিসেম্বর : গোয়ায় আরপোরার বার্চ বাই রোমিও লেন নাইটক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জন নিহত হয়েছে, যার মধ্যে দিল্লির করওয়াল নগরের একটি পরিবারের চার সদস্যও রয়েছে। এই পরিবারটি আগুনে নিহত হয়, যেখানে এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর জীবন বাঁচালেও দুই সন্তানের সঙ্গে নিজেও প্রাণ হারান।

রবিবার গভীর রাতে ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি। অগ্নিকাণ্ডের সময় একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যা দেখায় যে, একটি ইলেকট্রনিক ফায়ারক্র্যাকার নাচের পারফরম্যান্সের সময় সেট করা হয়, এবং সেই স্পার্কটি বাঁশের ছাদে পৌঁছালে একে একে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার পরের একাধিক ভিডিওতে নাচ ও সঙ্গীত পরিবেশনকারী ব্যক্তিরা আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াচ্ছেন, এবং আগুনের তীব্রতা দেখতে পাওয়া যায়। অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের মধ্যে ৫ জন বিদেশি পর্যটকও রয়েছেন।

ঘটনার পর, নাইটক্লাবের এক মালিক সাওরভ লুথ্রা গণমাধ্যমে একটি বিবৃতি জারি করেন, যেখানে তিনি এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'ম্যানেজমেন্ট এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মানুষদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত।'

গোয়া পুলিশ জানিয়েছে যে, এই অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং সোমবার দিল্লিতে একজন অপারেশন ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রয়েছেন ক্লাবের চিফ জেনারেল ম্যানেজার রাজীব মোদক, জেনারেল ম্যানেজার বিবেক সিং, বার ম্যানেজার রাজীব সিংহানিয়া, গেট ম্যানেজার রিয়াংশু ঠাকুর এবং অপারেশন ম্যানেজার ভারত সিং।

গোয়ার নাইটক্লাবের আগুনে নিহত হয়েছেন ২২ বছর বয়সী ডিগান্ত পাটির, একজন শেফ, যিনি আসামের ধেমাজি জেলার বাসিন্দা ছিলেন। ডিগান্ত গত এক বছর ধরে গোয়ায় কাজের জন্য গিয়েছিলেন। এখন তার পরিবার মৃতিদেহটি আসামে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে, কারণ তাদের কাছে সেই খরচ জোগানোর মতো পর্যাপ্ত সামর্থ্য নেই।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক টুইটে বলেন, 'গোয়ায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারানো ২৫ জনের মধ্যে ডিগান্ত পাটিরসহ তিনজন অসমবাসী রয়েছেন। আমি তাদের পরিবারদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।'

গোয়া পুলিশ তদন্তের অংশ হিসেবে নাইটক্লাবের মালিকদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। পুলিশ ক্লাবের মালিকদের বিরুদ্ধে লুক-আউট নোটিশ জারি করেছে এবং দাবি করছে যে, এই ক্লাবটির লাইসেন্স প্রদানের সময় প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন পূর্ণ ছিল না।

এদিকে, গোয়া সরকার নাইটক্লাব চেইনের বিরুদ্ধে আরও পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে, যা আগুনের ঘটনার পর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের উদ্বেগ: ধর্ষণ ও যৌন হামলা মামলায় নারী-বিরোধী আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশিকা জারি হতে পারে

নয়া দিল্লি, ৮ ডিসেম্বর: সুপ্রিম কোর্ট আজ দেশে বিভিন্ন আদালতে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের মামলায় দেয়া বিতর্কিত এবং 'নারী-বিরোধী' আদেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই সমস্যা মোকাবিলায়, কোর্ট আগামী দিনে উচ্চ আদালতগুলির জন্য একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করতে পারে, তবে তার জন্য আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বে বেঞ্চ মন্তব্য করেছেন, যে ধরনের আদেশ ও মন্তব্য করা হচ্ছে, তা ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনকারী ভুক্তভোগীদের উপর 'ভীতিপ্রদ' প্রভাব ফেলছে, এমনকি তারা মামলা প্রত্যাহার করতে চাপ অনুভব করতে পারে।

প্রধান বিচারপতি কান্ত বলেন, যদি এমন সমস্ত মামলার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়, তবে সুপ্রিম কোর্ট একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে পারবে। এই নির্দেশিকাগুলি নিম্ন আদালত এবং উচ্চ আদালতকে ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতন মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতে সাহায্য করবে, এমনটিও জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এই মন্তব্যগুলি আল্লাহাবাদ হাই কোর্টের একটি বিতর্কিত আদেশের শুনানির সময় উঠে আসে, যা পরে স্থগিত করা হয়েছে। ওই আদেশে বলা হয়েছিল, 'একটি শিশু কিশোরীর স্তন ধরার এবং তাকে স্পর্শ করার ঘটনা ছোট ধরনের অপরাধ' এবং 'পাজামার পাট ভাঙা যথেষ্ট নয়, ধর্ষণের চেষ্টা হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য।'

সুপ্রিম কোর্ট নিজেই এই আদেশটির বিষয়টি গ্রহণ করে এবং দেশের বিভিন্ন হাই কোর্টের অনুরূপ বিতর্কিত আদেশগুলির রেকর্ড চেয়েছে।

শুনানির সময় প্রবীণ আইনজীবী শোভা গুপ্তা বলেন, আল্লাহাবাদ হাই কোর্টের অন্য একটি মন্তব্য ছিল, 'রাতের সময়টা যেন আমন্ত্রণের মতো'। তিনি অভিযোগ করেন, একই ধরনের মন্তব্য কলকাতা এবং রাজস্থান হাই কোর্টেও করা হয়েছে।

অন্য এক আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টকে জানান, সম্প্রতি একটি মেয়ে সেশন আদালতে ইন-ক্যামেরা শুনানির সময় হয়রানির শিকার হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি কান্ত বলেন, 'যদি আমাদের সামনে এমন সমস্ত উদাহরণ আনা হয়, তবে আমরা একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা জারি করতে পারব।' সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছে, এমন কোনো মন্তব্য বা প্রক্রিয়া থাকা উচিত নয়, যা ভুক্তভোগীদের ভয় দেখায় বা তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে।

মুম্বাইয়ে ওলা ও রাপিডোর পরিচালকদের বিরুদ্ধে অবৈধ বাইকট্যাক্সি অপারেশনের অভিযোগে মামলা

মুম্বাই, ৮ ডিসেম্বর : মুম্বাই পুলিশ ওলা এবং রাপিডো কোম্পানির পরিচালকদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে এই দুটি কোম্পানি যথাযথ অনুমতি ছাড়াই শহরে বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা চালু করেছে। রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিস -এর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে।

মুম্বাইয়ের আম্বোলি থানায় দায়ের করা এফআইআর-এর মাধ্যমে এই মামলা নিবন্ধিত হয়, যেখানে বলা হয়েছে যে ওলা ও রাপিডো কোম্পানি রাজ্য সরকারের বা রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি-এর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে শহরের মধ্যে বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা চালাচ্ছিল। আরটিও-র তরফে দায়ের করা অভিযোগে জানানো হয়েছে যে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন মারফত এই দুই কোম্পানি অবৈধভাবে যাত্রী পরিবহন চালিয়ে আসছে।

অভিযোগের মধ্যে রয়েছে যে রাপিডো এবং ওলা কোম্পানি শহরের মধ্যে বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি না নিয়ে যাত্রী পরিবহন করছে এবং এর মাধ্যমে তারা অবৈধভাবে মুনাফা অর্জন করছে। এছাড়া, অভিযোগে বলা হয়েছে যে, এই কোম্পানিগুলোর চালকরা কোনো ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বা নিরাপত্তা যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন না, বিশেষ করে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। যেহেতু চালকদের সঠিক নিরাপত্তা এবং আচরণ যাচাইয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই যাত্রীরা বিপদে পড়তে পারেন। বিশেষ করে মহিলাদের জন্য এটি একটি বড় ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিস অভিযোগ করেছে যে রাপিডো মুম্বাইয়ে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের অনুমতি ছাড়াই তার পরিষেবা চালাচ্ছে, যা ২০২০ সালের মোটর ভেহিকল অ্যাগ্রিগেটর গাইডলাইন এবং মোটর ভেহিকলস অ্যাক্টের সেকশন ৬৬-এর লঙ্ঘন। এই আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত যানবাহনকে যাত্রী পরিবহন বা ভাড়া নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

মুম্বাই পুলিশ অ্যাম্বোলি থানায় মোটর ভেহিকল অ্যাক্টের একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে, যার মধ্যে ১৯৮৮, ১৯৩, ১৯৭, ১৯২(এ), ৯৩ এবং ৬৬ ধারাসহ বিএনএস ১২৩ এবং ৩১৮(৩) ধারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই মামলাটি মুম্বাইয়ের রাইড-হেলিং প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর নজরদারি বাড়ানোর সঙ্কেত হিসেবে দেখা যাচ্ছে, কারণ এই ধরনের পরিষেবাগুলো দ্রুত সম্প্রসারিত হলেও প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ এবং বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি, যা যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং সঠিক নিয়ম মেনে চলা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

নকশাল কমান্ডার রামধর মজ্জি আত্মসমর্পণ রাজ্যকে ৮০ শতাংশ নকশালমুক্ত দাবি চতুর্থী সিএমের

রজনানদগাঁও, ৮ ডিসেম্বর : রাজ্য পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন কুখ্যাত নকশাল কমান্ডার এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রামধর মজ্জি। সোমবার, তার সঙ্গে আরও কিছু মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সদস্যরা হলেন চন্দু উসেন্ডি, ললিতা, জানকি, প্রেম, রামসিংহ দাদা, সুকেশ পট্টাম, লক্ষ্মী, শীলা, সাগর, কাবিতা, এবং যোগিতা।

রামধর মজ্জির উপর এক কোটি রুপি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তাকে হিডমার সমকক্ষ হিসেবে গণ্য করা হতো। আত্মসমর্পণের পর মজ্জি এবং তার সহযোগীরা ছত্তীসগঢ়ের বকর কাট্টা পুলিশ স্টেশনে উপস্থিত হন।

ছত্তীসগঢ়ের উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ছত্তীসগঢ়ে নকশালিজমের ৮০ু উপদ্রব নির্মূল করা হয়েছে এবং আগামী ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে রাজ্য সম্পূর্ণভাবে এই সহিংসতা থেকে মুক্ত হবে।' তিনি জানান, 'নকশালমুক্ত করতে আমরা বিপুল সাফল্য অর্জন করেছি, তবে কিছু এলাকায় যেমন আবুজমাদ, সুকমা ও বিজাপুরে কিছুটা এখনও নকশালবাদের উপস্থিতি রয়েছে। আজ বাস্তার অঞ্চলের মানুষ মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিতে পারছেন, যা এক বিরাট সাফল্য।'

ছত্তীসগঢ়ের উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'বস্তরের যুবকরা আজ তাদের ভবিষ্যত নিজেদের হাতে নিতে প্রস্তুত। বস্তর অলিম্পিকস এবং "বস্তর পাণ্ডুম" উৎসবে তাদের উদ্দীপনা স্পষ্ট, যা দেখায় যে তারা নিজেদের ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত।'

গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'মোদী সরকার নকশালিজমের স্থায়ী সমাধান খুঁজে পেতে যাচ্ছে এবং সরকারের দৃঢ় সংকল্প হল ৩১ মার্চ ২০২৬ সালের মধ্যে নকশালিজম নির্মূল করা।' তিনি আরও বলেন, 'পূর্বে, নকশালিজম ভারতবর্ষের প্রায় ১৭ু অঞ্চল এবং ১২০ মিলিয়ন মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। তখন প্রায় ১০ু ভারতীয় জনগণ নকশাল সহিংসতার ছায়ায় বাস করত।' এদিন, অমিত শাহ জানান, সরকারের উদ্দেশ্য হল দেশকে সম্পূর্ণরূপে নকশালমুক্ত করা এবং এই কাজটি দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা।

কেরালায় স্থানীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পন্ন ভোট ৯ ও ১১ ডিসেম্বর, ফলাফল ১৩ ডিসেম্বর

নয়া দিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : কেরালার স্থানীয় নির্বাচনের জন্য সব প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেছে, জানিয়েছেন কেরালা রাজ্য নির্বাচন কমিশনার এ.শাজাহান। আগামী ৯ ও ১১ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ হবে, এবং ১৩ ডিসেম্বর ফলাফল প্রকাশিত হবে।

শাজাহান জানিয়েছেন, মোট ৭৫,৬৪৩ জন প্রার্থী ২৩,৫৭৬টি ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। নির্বাচন দুটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে, প্রথম ধাপে ১১,১৬৮টি ওয়ার্ডে ভোট হবে, এবং দ্বিতীয় ধাপে ১২,৪০৮টি ওয়ার্ডে ভোট গ্রহণ করা হবে।

তিনি বলেন, '৯ ডিসেম্বর এবং ১১ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ হবে, এবং ১৩ ডিসেম্বর ফলাফল প্রকাশিত হবে। প্রথম ধাপে ১১,১৬৮টি ওয়ার্ড এবং দ্বিতীয় ধাপে ১২,৪০৮টি ওয়ার্ডে ভোট হবে... মোট ৭৫,৬৪৩ জন প্রার্থী এবারে স্থানীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন... সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে, এবং সব ভোট কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে।' শাজাহান আরও জানিয়েছেন, ৮ ডিসেম্বর সোমবার থেকে ইভিএম এবং ভোট সামগ্রী বিতরণের কাজ শুরু হবে। 'ইভিএম এবং ভোট সামগ্রী বিতরণ আগামীকাল থেকে শুরু হবে,' তিনি বলেন।

তিনি প্রার্থীদের প্রতি সতর্কবার্তা দিয়ে জানান, 'আমাদের কাছে অ্যান্টি-ডেফেকশন আইন আছে... যদি কোনো প্রার্থী দলে থেকে অন্য দলে চলে যায়, তবে তাকে তার স্থানীয় পরিষদের সদস্যপদ থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে এবং আগামী ৬ বছর কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।' এদিকে, জেলা কালেক্টর অনু কুমারী জানিয়েছেন, ভোট কেন্দ্রগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং ৮টি পিঙ্ক বুথও চালু হবে যেখানে শুধু মহিলা কর্মীরা দায়িত্বে থাকবেন। 'আমরা ৮টি পিঙ্ক বুথ তৈরি করেছি, যা সম্পূর্ণভাবে মহিলা কর্মীরা পরিচালনা করবেন। এখানে ভোটারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে, যেমন একটি খাওয়ার রুম, ছোটদের জন্য খেলার জায়গা,' তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, 'এছাড়া, আমাদের "ইয়ং বুথ" ধারণা রয়েছে, যেখানে ৩০ বছরের কম বয়সী কর্মীরা দায়িত্ব পালন করবেন, সহকারী কর্মকর্তাসহ। আমরা আমাদের জেলায় একটি মডেল বুথ তৈরি করেছি।' এই নির্বাচনে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এবং খাওয়ানো মা ও শিশুদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা থাকবে।

শীতলতা ও দূষণে রাজধানী বিপর্যস্ত, লেহ-মানালি সড়ক বন্ধ

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর: রাজধানীতে আজ দিনের বেলা আবহাওয়া সাধারণ ছিল। তবে, সন্ধ্যার সময় হালকা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামীকাল সকালে হালকা কুয়াশা থাকতে পারে। আগামীকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজধানীতে বাতাসের গুণগত মান আজ অত্যন্ত খারাপ স্তরে রয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দিল্লির বায়ু গুণমান সূচক ছিল ৩১৬, যা বাতাসের অত্যন্ত খারাপ অবস্থাকে নির্দেশ করে।

এছাড়াও, আবহাওয়া এবং শীতের কারণে, ৪২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ লেহ-মানালি জাতীয় সড়ক-৩ আজ থেকে যানবাহন চলাচলের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সড়কের চারটি প্রবাহিত পাসে তুষারপাতের পর, আগামী বছরের শুরুতে এটি আবার যানবাহন চলাচলের জন্য খোলা হবে। লাদাখ পুলিশ এই সড়ক বন্ধ হওয়ার বিষয়ে ঘোষণা করেছে। লেহ-মানালি জাতীয় সড়ক লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দ্বিতীয় সংযোগ সড়ক, যা লেহকে হিমাচল প্রদেশের মানালির সাথে সংযুক্ত করে।

আবহাওয়া দপ্তর ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা এবং বিদর্ভের কিছু অংশে আজ শীতলতার পূর্বাভাস দিয়েছে। আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং করাইক্কাল এলাকায় বজ্রপাত এবং গর্জনসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অসম, মেঘালয়, হিমাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং ওড়িশার কিছু অংশে আগামী চার দিন ধরে ঘন কুয়াশা থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে বায়ু গুণমান আবারও অত্যন্ত খারাপ শ্রেণীতে রেকর্ড করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্যমতে, আজ সকালে ৭টা পর্যন্ত দিল্লির গড় বায়ু গুণমান সূচক ছিল ৩১৮।

অভিবাসীদের 'চোর' তকমা, ভ্যান্সের 'ভারতীয়' স্ত্রী-সন্তানদের আমেরিকা-ছাড়া করার নিদান!

অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ক্রমেই খড়্গহস্ত হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। এবার সরাসরি অভিবাসীদের চোর বলে দাগিয়ে দিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স তবে ভ্যান্সকে পালটা দিতে ছাড়েননি মার্কিন আমজনতা। তাঁদের নিদান, দেশকে অভিবাসীমুক্ত করতে হলে সবার আগে নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের ভারতে ফেরত পাঠান ভ্যান্স। প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসাবে আমেরিকায় ইতিহাস গড়েছিলেন জেডি ভ্যান্সের স্ত্রী উষা ভ্যান্স। মার্কিন সেকেন্ড লেডির আসনে বসেছেন তিনি। কিন্তু অভিবাসী এবং বিদেশি বংশোদ্ভূতদের প্রতি ভ্যান্সের প্রশাসনের মনোভাব দিনে দিনে তিক্ত হয়ে উঠছে। এহেন পরিস্থিতিতে রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে ভ্যান্স লেখেন, 'আমেরিকান ড্রিম চুরি করেছে অভিবাসীরা।' দীর্ঘ পোস্টে তিনি তুলে ধরেন, অভিবাসীদের কাছে কার্যত নতিস্বীকার করেছেন মার্কিনরা। তবে ভ্যান্সের এই পোস্ট ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। এক নেটিজেন স্পষ্ট জানিয়েছেন, অভিবাসীরা যদি এতই খারাপ হয়ে থাকেন তাহলে সবার আগে নিজের স্ত্রী-সন্তানদের আমেরিকা থেকে বের করে দিন ভ্যান্স। ওয়াহাজাত আলি নামে ওই নেটিজেনের কথায়, 'আপনার কথার অর্থ হল স্ত্রী উষা, তার ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিবারকে ভারতে ফেরত পাঠাতে হবে। শুধু তাই নয়, আপনার সন্তানদেরও ভারতীয় সত্ত্বা রয়েছে, তাই তাদেরও ভারতে ফেরত পাঠাতে হবে।' তাঁর টিপ্পনি, কবে বিমানের টিকিট কাটতে হবে সেটা যেন ভ্যান্স জানিয়ে দেন। দেশের নেতা হিসাবে উদাহরণ রাখা উচিত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ধর্ম নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন ভ্যান্স। স্ত্রী হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়ে যান, এমনটাই আশা করেন বলে জানিয়েছিলেন। প্রকাশ্যেই স্ত্রীর ধর্মান্তর চেয়ে বিতর্কে জড়ান ভ্যান্স। এবার অভিবাসীদের নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করলেন তিনি। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে খাঁটি ভারতীয় কায়দায় গাঁটছড়া বাঁধেন জেডি এবং উষা। কিন্তু সেই অভিবাসীদেরই এবার কাঠগড়ায় তুলছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট।

MODEL CAREER CENTRE, AGARTALA
PLACEMENT IN THE PRIVATE ORGANIZATION
শ্রম কোড বাতিল ও প্রকল্পগুলোর বাজেট
বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিতে
বিক্ষোভ
CITU

শ্রমকোড বাতিল ও প্রকল্পগুলোর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ সিটুর। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ড্রাগন ফল খাওয়ার বিশেষ কিছু উপকার

ড্রাগন ফলের দাম বেশি হলেও এর স্বাস্থ্য উপকারিতা কিন্তু চমকে ওঠার মতো। বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে বিদেশি এই ফল চাষ করা হচ্ছে।

একটি ড্রাগন ফলে ৬০ ক্যালরি এবং প্রচুর ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন সি, ওমেগা ৩ ও ওমেগা ৯ থাকে।এই ফলে বিটা ক্যারোটিন ও লাইকোপিনের মতো অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টও রয়েছে।

বিটা ক্যারোটিন শরীরে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়ে ত্বক, চোখ ও ইমিউন সিস্টেমের উন্নতি করে। এখানে ড্রাগন ফলের কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা উল্লেখ করা হলো।

কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে: একটি ড্রাগন ফলে প্রায় ৭ গ্রাম ফাইবার থাকে, যা দৈনিক সুপারিশকৃত পরিমাণের চারভাগের প্রায় একভাগ। এটা অন্ত্রের বর্জ্য দূরীকরণে সহায়তা করে। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবণতা রয়েছে তারা এই ফল খেলে উপকার পেতে পারেন। সালসা তৈরি করে অথবা ফ্রুট সালাদ বা স্মুদিতে যোগ করে ড্রাগন ফল খেতে পারেন। এই ফলের স্বাদ হালকা।

হার্টের উপকার করে: ড্রাগন ফলের বীজে হার্টের জন্য উপকারী ওমেগা ৩ ও ওমেগা ৯ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। নিউ ইয়র্কের পুষ্টিবিদ ও দ্য স্মল চেঞ্জ ডায়েটের লেখক কেরি গানস বলেন, ''ড্রাগন ফলের ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে প্রদাহনাশক উপাদান রয়েছে। একারণে এই ফল খেলে হার্টের রোগের ঝুঁকি ও জয়েন্টের ব্যথা কমে যায়। ড্রাগন ফল খেলে বিষণ্ণতাও কমতে পারে।''

হাড়ের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে: অধিকাংশ ফলের চেয়ে ড্রাগন ফলে ম্যাগনেসিয়াম বেশি থাকে। এটা হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে ও অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ করে। অস্টিওপোরোসিসে হাড় এতই দুর্বল হয়ে যায় যে সহজেই ভেঙে পড়তে পারে। এক বাটি ড্রাগন ফলে দৈনিক সুপারিশকৃত ম্যাগনেসিয়ামের প্রায় ১৮ শতাংশ পাওয়া যায়। জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল রিসার্চে প্রকাশিত গবেষণা বলছে, মাসিক চক্র স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে এমন নারীদের হাড়ের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ড্রাগন ফল বিশেষ সহায়ক হতে পারে। রক্ত চলাচল বজায় রাখে: বিশ্বের একটি অতি পরিচিত পুষ্টি ঘাটতি হলো আয়রনের ঘাটতি। নারীদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। মাংস, মাছ, বাদাম ও ডাল জাতীয় খাবার থেকে আমরা অধিকাংশ আয়রন গ্রহণ করে থাকি। মাত্র কিছু ফলে উচ্চ পরিমাণে আয়রন পাওয়া যায়। এসব ফলের একটি হলো ড্রাগন ফল। ১০০ গ্রাম ড্রাগন ফলে ১.৯ মিলিগ্রাম আয়রন রয়েছে, যা দৈনিক সুপারিশকৃত মাত্রার ১০ শতাংশেরও বেশি। হিমোগ্লোবিন উতাদনের জন্য আয়রন প্রয়োজন, যা শরীরের টিস্যুতে অক্সিজেন পৌঁছাতে লোহিত রক্তকণিকাকে সাহায্য করে।

চুলপড়া প্রতিরোধ করে: আয়রন ঘাটতির কারণে চুলপড়া সমস্যাও হতে পারে। নিয়মিত ড্রাগন ফল খেলে চুলপড়া কমতে পারে। এছাড়া নিউ ইয়র্ক সিটির আইকান স্কুল অব মেডিসিনের ডার্মাটোলজি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লিনিক্যাল প্রফেসর গ্যারি গোল্ডেনবার্গের মতে, এই ফল আয়রন ঘাটতি জনিত রক্তস্বল্পতার অন্যান্য উপসর্গও প্রশমিত করতে পারে, যেমন- অত্যধিক ক্লান্তি, ত্বকের বিবর্ণতা, মনোনিবেশে সমস্যা, মাথাব্যথা ও হাত-পায়ে ঠান্ডা অনুভূতি।

ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে: ভাইরাস সংক্রমণে আমরা সাধারণত কমলার মতো ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলের দিকে ঝুঁকে পড়ি, কারণ ভিটামিন সি ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে তোলে। কিন্তু ইমিউন সিস্টেমের কার্যক্ষমতা বাড়াতে ডায়েটে ড্রাগন ফলকে রাখার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। এতেও প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। বেথ ওয়ারেন নিউট্রিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও পুষ্টিবিদ বেথ ওয়ারেন বলেন, ''অক্সিডেটিভ স্ট্রেস জনিত ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে যে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট প্রয়োজন তা ফল ও শাকসবজিতে রয়েছে। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের একটি প্রাচুর্যপূর্ণ উত হলো ড্রাগন ফল।''

নাশপাতি, আপেলের ঝুড়ি থেকে উঁকি দিচ্ছে ছোটবেলার এই চেনা ফল

এই ফলটির সঙ্গে ছোটবেলাতেই সকলের পরিচয়। অর্থাতখেলার ছলে যে লেখাপড়া শুরু হয় তখনই মুখে মুখে ঘোরে নানা ছড়া। ছোটবেলায় এই ছড়া পড়েননি বা আধো বুলিতে বলেননি এমন মানুষের সংখ্যা নেহাতই কম। ঠিকই ধরেছেন, আতার কথাই বলা হচ্ছে। গ্রাম বাংলায় এখনও বাড়িতে বাড়িতে আতার গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

বর্ষার পরই বাজারে আসে ঝাঁকা ঝাঁকা আতা। এই প্রজন্মের অধিকাংশই যদিও আতা চেনে না, আতার স্বাদ জানে না তবুও ফলটির উপকারিতা জানলে চমকে যাবেন আপনিও। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে বীজে ঠাসা। কিন্তু পাতলা শাঁসের পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে পুষ্টিগুণ। খেতে মিষ্টি। আর তাইতো তোতা পাখিদেরও এত লোভ এই ফলটির উপর। শহরের বাজারেও কিন্তু রোজ দেখা মিলছে আতার। পেঁপে, আম, নাশপাতি, কলার পাশাপাশি রোজ খান মরশুমের এই ফল।

আতার স্বাদ, গন্ধ এবং আকৃতির জন্য ইংরেজিতে একে বলা হয় ঞ্চল্ডল্প্ঠখন্ত্ম জ্ঝদ্মনত্র. আতায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ, যা শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করে। এছাড়াও আতায় রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, আয়রন, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং কপার। আছে শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন, নিয়াসিয়ান, রাইবোফ্ল্যাভিন, থিয়ামিন, প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সোডিয়াম। প্রতি ১০০ গ্রামে শর্করার পরিমাণ মাত্র ২৫ গ্রাম। যে কারণে সুমিষ্ট এই আতা সুগার রোগীদের জন্যও খুব উপকারী। এছাড়াও আতা আমাদের যে সব উপকারে লাগে-

হজম ক্ষমতা বাড়ায়- আতার মধ্যে রয়েছে ফসফরাস, যা আমাদের হজম ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। সেই সঙ্গে রয়েছে ফাইবার যা হজম করায় এবং সঙ্গে পেটের সমস্যাও দূর করে। রোজ আতা খেলে শরীরে একাধিক সুবিধেও পাওয়া যায়। তেমনই আতা দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন পায়েসও। বাংলা কাব্য, সাহিত্যে আতের পায়েসের একাধিক প্রসঙ্গও রয়েছে।

চোখের জন্য ভাল- আতা আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। আতার মধ্যে থাকে রাইবোফ্ল্যাভিন ও ভিটামিন সি। যা আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। যাদের চোখের সমস্যা রয়েছে তাঁরা তাই রোজ একটা করে আতা খেতে পারেন।

ক্যানসার প্রতিরোধী- বিশ্বজুড়ে ক্রমেই বাড়ছে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা। আগামী কয়েক বঠরে তা যে ভয়াবহ আকার ধারণ করবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আতার মধ্যে থাকা অ্যাসিটোজেনিন যৌগগুলি ক্যানসার কোষ ধ্বংস করে দেয়।

হাড় মজবুত করে- আতার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম। যা আমাদের হাড় মজবুত করে। শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালশিয়াম সরবরাহ করতে যথেষ্ঠ সক্ষম হল আদা। সুগার, প্রেসারের রোগীরাও খেতে পারেন নির্ভয়ে। এই মরশুমে রোজ একটা করে আতা খেতে পারলে সবচাইতে ভাল।

আমাশয়ের সমস্যায়- আতা গাছের মূল থেঁতো করে তার রস ছেঁকে নিয়ে তা ৭ থেকে ৮ চামচ দুধের মধ্যে মিশিয়ে খেলে দারুণ উপকার পাওয়া যায়। ৩ দিনের মধ্যে আমাশয় সেরে যায়। প্রাচীন কাল থেকেই আয়ুর্বেদে এই টোটকা ব্যবহার করা হয়।

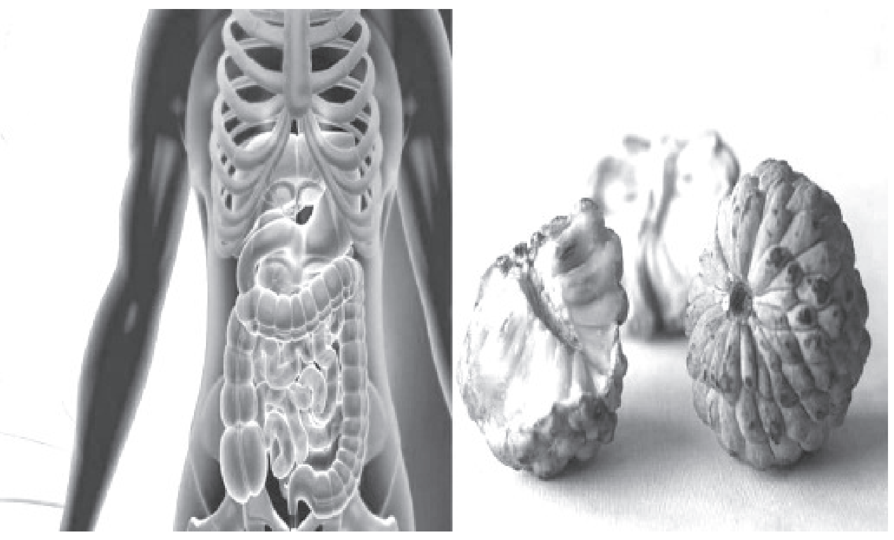

লেবু জলের কিছু শরীরের ক্ষতি সম্পক্ষে, জেনেনিন বিস্তারিত

লেবু এক আজব ফল। অত্যন্ত পুষ্টিগুণে ভরপুর এ ফলের রয়েছে রকমফের। নানা জাতের লেবু পাওয়া যায় বাজারে। আর পুষ্টিগুণ তো বলে শেষ করা যাবে না। লেবুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি। জ্বর, কাশি, ক্ষুধা মন্দা, বমিনাশক ফল এটি। কুসুম গরম জলতে লেবু মিশিয়ে দু''বেলা পান করলে মেদ কাটে। লেবু, মধু জল খুব জনপ্রিয়। ফ্যাট কাটাতে এর জুড়ি নেই। লেবু রুচি বাড়ায়, কৃমিনাশক। গরম ভাতে বা ডালের সঙ্গে লেবুর রস রীতিমতো অমৃত স্বাদ। অনেকেই আছেন যারা নিয়মিত লেবুর জল পান করে থাকেন।

কিন্তু প্রত্যেকটি খাবারেরই কিছু ভালো ও মন্দ দিক থাকে। তেমনি লেবুর জল শুধু উপকার নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিও করে।

এই পানীয়টি পান করার আগে জেনে নেওয়া উচিতকী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে-

- রোজ লেবু জল খাওয়ার ফলে লেবুতে থাকা অ্যাসিড দাঁতের এনামেল ক্ষয় করে দাঁতকে ভিতর থেকে করে তোলে দুর্বল।
- লেবুতে থাকা অ্যাসিড নিয়মিত শরীরের প্রবেশ করলে হতে পারে অম্বল। সেই সঙ্গে বমি বমি ভাবও।
- প্রতিনিয়ত লেবু জল খাওয়ার অভ্যাসে শরীরে গ্যাসের সমস্যা দেখা দেয়। এ ছাড়াও পেটের অন্যান্য রোগও দেখা দেয়।
- অত্যাধিক হারে লেবু জল পান করার ফলে শরীরে জলশূন্যতা এবং ঘন ঘন প্রস্রাবের সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। লেবুর রসে থাকা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড মূত্রবর্ধক। পিত্তাশয়ে ঘন ঘন মূত্র উতাদন বৃদ্ধি করে এই অ্যাসিড।

মোট কথা অতিরিক্ত লেবু খেলে বমি বমি ভাব। এমনকি বমি হতে পারে। ভিটামিন সি প্রয়োজন। তবে বেশি হলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রতিদিন ১২০ মিলিলিটার লেবুর রস খাওয়া যাবে। চিকিতকরা ১২০ মিলি লিটারের বেশি খাওয়া সমর্থন করেন না।

বাচ্চাদের রোজ প্রোটিন পাউডার খাওয়ানো ঠিক হচ্ছে কি

সন্তাকে ঠিক মত খাওয়ানো যেনো রীতিমত যুদ্ধ মায়েদের কাছে। খেতে অনিচ্ছার বায়না যেনো লেগেই থাকে প্রায় প্রত্যেক শিশুর মধ্যে। যার ফল শরীরে ঠিক মত পুষ্টির পূরণ হয়না শিশুদের। ঠিক তখন এই পুষ্টি পূরণের লক্ষ্যে অভিভাবকেরা বেছে নেন বাজারে পাওয়া যায় এমন বিভিন্ন প্রোটিন পাউডার।

তবে দীর্ঘ সময় ধরেই এই প্রোটিন পাউডার গুলো নিয়ে রয়েছে জোর চর্চা ও বিতর্ক।

বাজারে চলমান এই বিভিন্ন প্রোটিন পাউডারে থাকে নানা রকমের কৃত্তিম ফ্লেভার ও সংরক্ষণকারী পদার্থ বা প্রিজারভেটিভ, যা বাড়ন্ত শিশুদের জন্য ভাল নয়।

বিশেষ করে একটি জিনিস জেনে রাখা খুব দরকার যে দৈনিক শিশুদের কতটা প্রোটিন দরকার!

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুদের প্রতিদিনের প্রোটিনের চাহিদা তাদের বয়স, কার্যাকলাপের মাত্রা এবং লিঙ্গের উপর নির্ভর করে।

মোটামুটি ভাবে, এক থেকে তিন বছর বয়সী শিশুদের প্রতিদিন ১৩ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন হয়। চার থেকে আট বয়সী শিশুদের জন্য ১৯ গ্রাম প্রোটিন, নয় থেকে তেরো বয়সী শিশুদের জন্য ৩৪ গ্রাম প্রোটিন ও চৌদ্দ থেকে আঠেরো বছর বয়সীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনের পরিমাণ যথাক্রমে হওয়া উচিত৫০ গ্রাম। এও জেনে রাখা প্রয়োজন, প্রোটিন পাউডারে কখন দেওয়া উচিতশিশুদের। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রোটিন পাউডারের প্রয়োজনীয়তা তখনই হয়, যখন শিশুরা নিয়মিত খাবারের মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রোটিন পায় না। শিশুদের প্রোটিন পাউডার খাওয়াতে চাইলে তার আগে পুষ্টিবিদ বা শিশু চিকিতকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

তবে ২০১৩ সালে করা একটি সমীক্ষা অনুসারে, প্রিজারভেটিভ যুক্ত প্যাকেজজাত প্রোটিন পাউডার নিয়মিত সেবনের ফলে কিডনিতে পাথর, লিভারের সমস্যা, সংবহনতন্ত্রের রোগ এবং হাড়ের অসুখ দেখা দিতে পারে।

প্রোটিনের অন্যতম প্রধান উত হল টাটকা মাংস, তৈলাক্ত মাছ, ডিম, তাজা দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং ডাল, পালংশাক ও ব্রকলির মতো সব্জি।

দেখে নেওয়া যাক কী ভাবে বাড়িতে প্রোটিন পাউডার তৈরি করা যায়-

একটি ব্লেন্ডারে তিন কাপ গুঁড়া দুধ, এক কাপ ওট, এক কাপ বাদাম এবং পরিমাণ মতো গুড়, চিনি বা সুইটনার নিয়ে নিন। এ বার এগুলি একসঙ্গে ব্লেন্ড করুন। পাউডারটি একটি পরিস্কার বয়ামে সংরক্ষণ করুন। অনেক দিন এই পাউডার রাখতে চাইলে বয়ামটি ফ্রিজে রাখতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাড়িতে তৈরি এক চামচ প্রোটিন পাউডারে প্রায় ১৮০ ক্যালোরি বা ১২ গ্রাম প্রোটিন থাকতে পারে।

হার্ট ফেলের এই ৭টি লক্ষণ এড়িয়ে গেলেই হতে পারে আপনার বিপদ

হার্ট ফেল বা হার্ট ফেইলিওরের অর্থ এই নয় যে, হৃদয় থেমে গেছে। হৃতিগু যখন আপনার শরীরে পর্যাপ্ত রক্ত ও অক্সিজেন পাম্প করতে পারে না তখন এটি ঘটে। হৃতিগুের পেশী দুর্বল হওয়ার কারণেই মূলত এমনটি ঘটে। তবে আরও কিছু শারীরিক জটিলতা আছে, যার কারণে হৃতিগুের কার্যকারিতা কমতে শুরু করে। ফলে এক সময় হতে পারে হার্ট ফেইল।

হার্ট ফেল হওয়ার কারণ

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হার্ট ফেলের ঝুঁকিও বাড়ে। শুধু বয়স্করাই নয়'বরং এখন কম বয়সীদের মধ্যেই বেড়েছে হার্ট ফেলের ঝুঁকি।

এটি হতে পারে উচ্চরক্তচাপ, করোনারি আর্টারি ডিজিজ, হার্ট অ্যাটাক, হার্টের জন্মগত ত্রুটি বা রক্ত পাম্পিং পেশীতে আঘাত করে এমন রোগের কারণে।

এ ছাড়া ফুসফুসের রোগও হার্ট ফেলের কারণ হতে পারে। স্থূলতা, ডায়াবেটিস ও স্লিপ অ্যাপনিয়াও এর ঝুঁকি বাড়ায়।

হার্ট ফেল বা ফেইলিওয়ের লক্ষণ

শ্বাসকষ্ট হতে পারে হার্ট ফেলের প্রাথমিক এক লক্ষণ। আপনি বিশ্রামে থাকলে কিংবা শুয়ে-বসে থাকার পরও যদি নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাহলে দ্রুত চিকিতকের পরামর্শ নিন।

এর কারণ হলো হৃতিগু ফুসফুস থেকে রক্তের প্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। ফলে শ্বাস নিতে কষ্ট হবে।

হৃতিগু যদি সঠিকভাবে পাম্প না করে, তাহলে মস্তিষ্ক শরীরের কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে রক্ত নিয়ে যায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে। ফলে হাত-পা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এ কারণে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা বা ঘরেও হাঁটতে কষ্ট হতে পারে। এমনকি মাথা ঘোরার সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

হার্ট ফেলের আরও একটি গুরুতর লক্ষণ হলো শ্বাসকষ্ট ও কাশি। এ ক্ষেত্রে কাশির সঙ্গে সাদা বা গোলাপি শ্লেষ্মা বের হতে পারে।

হঠাতকরেই পা ফুলে যাওয়া কিংবা ওজন বেড়ে যাওয়াকে সাধারণভাবে নেবেন না। কারণ হার্ট ফেলের আগাম লক্ষণ হিসেবে শরীরে তরল জমতে পারে। ফলে আপনার পা, গোড়ালি, পেট ফুলে যেতে পারে।

বমি বমি ভাবও হতে পারে। আবার সব সময় পেট ভরা অনুভব করাও খারাপ লক্ষণ। এ কারণে ক্ষুধামন্দা দেখা দিতে পারে। এমনটি ঘটার কারণ হলো আপনার পাচনতন্ত্র পর্যাপ্ত রক্ত ও অক্সিজেন পাচ্ছে না।

যখন আপনার হৃদয় পর্যাপ্ত রক্ত পাম্প করতে পারে না, তখন হার্টবিট বেড়ে যায়। যা হার্ট ফেলের এটি সতর্কতামূলক লক্ষণ।

বিভ্রান্তি বা অলসতাও হতে পারে হার্ট ফেলের আগাম লক্ষণ। এ ক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন বিষয় ভুলে যেতে পারেন। যখন রক্তের অভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ভালোভাবে কাজ করে না, তখন রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণকে প্রভাবিত করে। যা মস্তিস্কও কার্যকারিতা হারায়।

হার্ট ফেল প্রতিরোধে করণীয়

ভালো খাদ্যাভ্যাস ও শরীরচর্চা নিশ্চিত করুন।

ধূমপান ছেড়ে দিন। হৃদরোগের ঝুঁকি থাকলে চিকিতকের পরামর্শ মেনে ওষুধ খান। ডায়েটে কম-সোডিয়ামযুক্ত খাবার রাখুন। ওজন বশে রাখুন। জল ও তরল খাবার খাওয়ার পরিমাণ বাড়ান।

স্ট্রেস কমাতে হবে। ক্যাফেইন এড়িয়ে চলতে হবে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

ক্লান্ত বোধ করছেন ? তাহলে এসব খাবারে মুহূর্তেই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন

এখন অফিস করতে বাইরে যেতে না হলেও ঘরেই সে কাজ অনেকেই করছেন। তার সঙ্গে ঘরের অন্যান্য কাজতো করতেই হচ্ছে। এতে ঘর ও অফিসের কাজ সামলে ক্লান্ত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। এই সময় আপনার বাড়তি পুষ্টিও প্রয়োজন।

তাই এমন খাবার খেতে হবে যেগুলো থেকে আপনার শরীর প্রয়োজনীয় শক্তি পাবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি ও ভিটামিনের জোগান পেলেই সহজেই নিজেকে চাঙ্গা রাখতে পারবেন।

রইল তেমন কিছু খাদ্যের তালিকা-

কলা

কলা কার্বোহাইড্রেট, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন বি-৬ এর উত। যা আপনার শরীরের তাতণিক শক্তির মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে।

ডিম

পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকায় রয়েছে ডিম। প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং ভিটামিন সঙ্গে স্বাস্থ্যকর চর্বি, প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট রয়েছে ডিমে।

আপেল

আপেল কার্বোহাইড্রেট, শর্করা এবং ফাইবারের জোগান দেয়ার উপযুক্ত উত। এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টও রয়েছে। ডায়েট করার পরিকল্পনা থাকলে আপনার সালাদের তালিকায় রাখুন আপেল।

কফি

শরীরের হরমোন এপিনিফ্রাইন উতাদন বাড়ায় ক্যাফেইন। এই হরমোন শরীর এবং মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করে।

ডার্ক চকলেট

কোকোতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট স্বাস্থ্যের জন্য বেশ কার্যকর। শরীর জুড়ে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি মস্তিষ্ক এবং পেশিগুলোতে অক্সিজেন সরবরাহ করতে সহায়তা করে। অন্যদিকে ডার্ক চকোলেটে থিওব্রোমিন এবং ক্যাফেইন রয়েছে। যা মানসিক শক্তি এবং মেজাজ বাড়াতে সহায়তা করে।

যেভাবে ডিম খেলে আপনার পেটের অতিরিক্ত চর্বি কমবে দ্রুত

ডিম হচ্ছে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার। প্রতিদিনের খাবারে ডিম খেয়ে থাকেন অনেকে। আর ডিমের কুসুমে কোলেস্টেরল বাড়ে এমন তথ্য আমরা জানলেও এখন শোনা যাচ্ছে ভিন্নকথা।

আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে, ডিমের কুসুমে কোলেস্টেরল বাড়ে না; বরং অতিরিক্ত চর্বি কমায়। গবেষণা বলছে, ডিমের কুসুম শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলকে কমিয়ে ভালো কোলেস্টেরল বাড়ায়।

পুষ্টিবিদ সুমেধা সিংহের মতে, ডিম খেলে কখনই ওজন বাড়ে না। তাই ওজন বাড়ার ভয়ে যারা ডিম খাওয়া বাদ দিয়েছেন, তারা ভুল করেছেন। তিনি বলেন, তেল ও মসলাজাতীয় খাবার ওজন বাড়ালেও ডিমও খুব কষিয়ে রান্না করলে বা ভেজে খেলে ওজন বাড়ে না। তেল-মসলার জন্যই চর্বি বাড়ে। তাই চর্বি নিয়ে ভয় থাকলে ডিম বাদ দেয়ার কোনো দরকার নেই। ডিম খেয়ে কমাতে পারেন অতিরিক্ত চর্বি। আর শরীরও পায় পুরো পুষ্টিগুণ।

আর তেল-ঝালের খাবার না খাওয়া ভালো। ভাজাভুজি এড়াতে ঘন ঘন পোচ বা অমলেটেও খাবেন না।

আসুন জেনে নিই যেভাবে ডিম খেলে অতিরিক্ত চর্বি কমবে-

১. তেল দিয়ে ডিম রান্না না করে পোচ রাঁধুন জল ও ভিনিগার দিয়ে। আর সিদ্ধ ডিম খাওয়া সবচেয়ে ভালো।

২. পালং, শসা, ব্রকোলি, সিদ্ধ করা গাজর, কড়াইশুটি, টমেটো ও পেঁয়াজের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন সিদ্ধ ডিমের কুঁচোনো অংশ। এ ছাড়া গোলমরিচ ও লেবুর রস মেশাতে পারেন।

৩. ডিমের সঙ্গে ওটমিল খেতে পারেন। ওটমিল পাচনমূলক অ্যাসিড ক্ষরণেও বাধা দেয়। তাই ওটমিল খেলে সহজে ক্ষুধা লাগে না। তাই ওজন কমে।

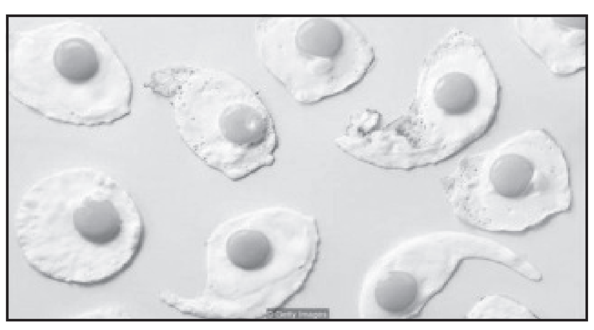

ভারত ঐতিহ্যবাহী অর্থনীতি থেকে উদ্ভাবন-নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে: জিতেন্দ্র সিং

পঞ্চকুলা, ৮ ডিসেম্বর : ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী (রাষ্ট্র মন্ত্রী) ড. জিতেন্দ্র সিং রবিবার বলেছেন, ভারত ঐতিহ্যবাহী অর্থনীতি থেকে উদ্ভাবন-নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির ট্রেন্ড গঠনে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি পঞ্চকুলায় ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসব (আইআইএসএফ)-এর সেশনে এই মন্তব্য করেন।

ড. সিং বলেন, স্টার্টআপগুলি ভারতের ভবিষ্যত বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখবে, তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ফান্ডিংয়ের মতো মেন্টরশিপ এবং প্রাথমিক দিকনির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ উদ্যোক্তা এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, দেশটির গবেষণা ও উন্নয়নে ঝুঁকি গ্রহণের একটি শক্তিশালী সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন।

মন্ত্রী জানান, সরকার-পৃষ্ঠপোষক প্ল্যাটফর্ম যেমন বিআরএসি, জাতীয় মিশন এবং ক্ষেত্র-নির্দিষ্ট প্রোগ্রামগুলি এখন স্টার্টআপগুলিকে ফান্ডিং, শিল্পের অংশীদার এবং মেন্টরের সঙ্গে যুক্ত করতে কাঠামোগত সহায়তা প্রদান করছে। তিনি বলেন, এই ইকোসিস্টেমের লক্ষ্য হল নতুন ধারণাগুলিকে দ্রুত বাজারে নিয়ে যাওয়া।

ড. সিং আরও বলেন, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত সুযোগগুলি এখন আরও বেশি প্রবেশযোগ্য হয়ে উঠেছে, এবং ছোট শহরগুলি থেকে প্রতিভাবানরা এখন উদ্যোক্তা এবং গবেষণায় প্রবেশ করছে। তিনি উল্লেখ করেন, স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি এবং ডিজিটাল সমাধানগুলিতে এখন ভারতীয় উদ্ভাবনগুলি মূল চালিকা শক্তি।

মন্ত্রী আরও বলেন, সরকার নিয়ন্ত্রণমূলক উদ্বেগগুলোর প্রতি সাড়া দিয়ে সঙ্গতিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, যার ফলে উদ্ভাবকরা এখন তাদের গবেষণা এবং পণ্যের উন্নয়নে মনোনিবেশ করতে পারবেন। তিনি বলেন, সরকার ডিরেগুলেশন, ডি-লাইসেন্সিং এবং ডি-ক্রিমিনালাইজেশনের মাধ্যমে সম্মতি চাপ কমাচ্ছে।

অন্য একটি সেশনে, ড. সিং দেশের নতুন জাতীয় গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিলের কথা বলেন, যা তিনি উচ্চ-ঝুঁকির, উচ্চ-প্রভাবশালী ডিপ-টেক উদ্ভাবনের জন্য বড় পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই তহবিলটি মহাকাশ এবং পারমাণবিক শক্তি, যেগুলি আগে ব্যক্তিগত খাতের জন্য বন্ধ ছিল, সেগুলোর গবেষণা ও শিল্প অংশগ্রহণকে সমর্থন করবে।

তিনি আরও বলেন, ভারতের মহাকাশ খাতের দ্রুত সম্প্রসারণের বিষয়ে, যেখানে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে এখন প্রায় ৪০০টি স্টার্টআপ হয়েছে, এটি সাম্প্রতিক কয়েকটি সংস্কারের পরপরই ঘটেছে। মহাকাশ প্রযুক্তি এখন কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, জল ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, পারমাণবিক খাতে একই ধরনের পরিবর্তন ঘটছে, যেখানে উদ্ভাবনগুলি ক্যান্সার চিকিৎসা এবং জল পরিশোধনের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

ড. সিং বলেন, ভারতের বৈশ্বিক ইমেজ পরিবর্তিত হয়েছে, এবং ভারতীয় পেশাদাররা এখন বিদেশে আরও বেশি সম্মান পাচ্ছেন। তিনি বলেন, ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস সিস্টেমগুলোর প্রতি আন্তর্জাতিক আগ্রহ বেড়েছে, বিশেষ করে ডিজিটাল গ্রিভান্স মেকানিজম এবং সিনিয়র সিটিজেন সেবাগুলোর দিকে।

মন্ত্রী এই পরিবর্তনগুলোর জন্য গত দশক ধরে গবর্ন্যান্সে হওয়া পরিবর্তনগুলিকে কৃতিত্ব দিয়েছেন, যার ফলে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক স্কিমগুলির কার্যকরী বিতরণে উন্নতি ঘটেছে। তিনি বলেন, ভারতজুড়ে ডিজিটাল সম্প্রসারণের ফলে এখন গ্রামের এবং ছোট শহরগুলির ছাত্রছাত্রীরা সমান ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা করতে পারছে।

ড. সিং উদ্ভাবনের মাপকাঠি হিসেবে টেকসইতার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ধারণাগুলিকে ফলপ্রসূ উদ্যোগে রূপান্তরিত করা উচিত, যার সঙ্গে শক্তিশালী বাজার সংযোগ থাকবে। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের ল্যাভেন্ডার ভিত্তিক স্টার্টআপগুলির উদাহরণ দেন, যা অর্থনৈতিকভাবে টেকসই এবং অর্থপূর্ণ উদ্ভাবনের মডেল।

ভবিষ্যতে, ড. সিং বলেন, ভারতের প্রতিভা পুল, যা বিভিন্ন প্রজন্মের সমন্বয়ে গঠিত, দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ভারত আগামী ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে একটি ভারতীয় নভোচারীকে চাঁদে পাঠানোর মতো বড় মাইলফলক অর্জন করবে। তিনি আরও বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে, তবে সঠিকভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ড. সিং বলেন, আইআইএসএফ-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি বিজ্ঞানী, নীতি-নির্ধারক এবং তরুণ উদ্ভাবকদের একত্রিত করার জন্য তৈরি, এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সক্ষমতার উপর আস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাজ করছে। তিনি বলেন, আগামী দশক এমন ব্যক্তিদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত হবে, যারা বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে জাতীয় লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করবেন।

সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা বিতরণ সহ ফান্ড সংগ্রহ করছেন এনসিসি’র স্বেচ্ছাসেবকরা। ছবি নিজস্ব।

থিরুপ্পারানকুন্দ্রামের কার্তিগাই দীপম বিতর্ক রাজনৈতিক লাভের জন্য সৃষ্টি: এমকে স্ট্যালিন

চেন্নাই, ৮ ডিসেম্বর : তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্টালিন বলেছেন, থিরুপ্পারানকুন্দ্রামে কার্তিগাই দীপম বিতর্ককে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ধর্মীয় বিরোধে পরিণত করা হয়েছে। তিনি এই ঘটনা নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, এটি ’সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরণের সস্তা রাজনীতি’।

মাদুরাইয়ে এক জনসভায় বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা করার পর স্টালিন বলেন, ’কার্তিগাই দীপমের আলো জ্বালানোকে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ধর্মীয় বিতর্কে পরিণত করা হচ্ছে, যা শুধুমাত্র রাজনৈতিক লাভের জন্য করা হচ্ছে। এটি আত্মা এবং সমাজের মধ্যে শান্তি, ঐক্য ও সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে সমাজকে বিভক্ত করার চেষ্টা।’

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ’ধর্মীয়তা মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে নয়, বরং একতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এই ধরনের বিভেদমূলক রাজনীতি কোনভাবেই ধর্মীয়তা নয়, এটি সস্তা রাজনীতি।’

মাদুরাইকে কন্নাগীর ভূমি হিসেবে উল্লেখ করে স্টালিন বলেন, ’মাদুরাই হচ্ছে কন্নাগীর ভূমি, যিনি একটি ভুল রায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন,’ যা সাম্প্রতিক সময়ে আইনি পরিস্থিতির সঙ্গে পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৩ ডিসেম্বর থিরুপ্পারানকুন্দ্রাম সুব্রামণ্য স্বামী মন্দির এবং উচিপিল্লাইয়ার মন্দিরে কার্তিগাই দীপম সঠিকভাবে প্রথামাফিক জ্বালানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ’সব ধর্মপ্রাণ মানুষ জানেন কি ঘটেছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে দর্শন করেছেন। তারা জানেন কেন এই বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে এবং এর পেছনে কারা রয়েছে।’

স্টালিন বলেছিলেন, ’আমাদের সরকার তামিলনাড়ুর উন্নয়নে মনোনিবেশ করেছে, কিন্তু কিছু রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে এবং উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে আগ্রহী। আমাদের চিন্তা তামিলনাড়ুর বিকাশ নিয়ে, কিন্তু কিছু দলের চিন্তা শুধুমাত্র অশান্তি সৃষ্টির।’

তিনি আরও বলেন, তামিলনাড়ুর মানুষ সব ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং রাজ্য সবসময় শান্তিপূর্ণ থাকবে।

স্টালিন বলেন, ডিএমকে সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৩,০০০ এর বেশি মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তিনি বলেন, ’যে সরকার ধর্মীয়ভাবে বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হবে, তা দেবতাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।’

স্টালিন মাদুরাইয়ের জন্য বেশ কয়েকটি অবকাঠামো প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ভিরাগানুর থেকে সাক্কুডি পর্যন্ত ৮.৪ কিলোমিটার রোড নির্মাণ প্রকল্প, যার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৩০ কোটি রুপি। এছাড়াও মাদুরাই শহরের মীনাক্ষী অম্মান মন্দিরের চারপাশের চারটি মাসি স্ট্রিট সহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোর জন্য একটি নতুন আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেমেরও ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, মাদুরাইতে একটি টিডেল পার্ক নির্মাণ করা হবে, যা যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। তিনি আরও প্রশ্ন তুলেছেন কেন কেন্দ্রীয় সরকার মাদুরাইয়ের জন্য মেট্রো রেল প্রকল্প অনুমোদন দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, যদিও পটনা, আগরা এবং ইন্দোরের মতো শহরে এমন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

স্টালিন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে বলেন, ’বিকাশের বিরোধিতা করা সস্তা অজুহাত দেখানো এক ধরনের অহংকারের প্রকাশ।’ তিনি বলেন, ’মাদুরাইয়ের জনগণকে আপনি কী ভাবছেন?’তিনি আরও জানান, ডিসেম্বর ১৫ থেকে ১,০০০ টাকা মাসিক সহায়তা প্রকল্পে যেসব উপকারভোগী বাদ পড়েছেন, তাদের জন্য নতুনভাবে নিবন্ধন করা হবে।২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে স্টালিন আত্মবিশ্বাসী হন যে, ডিএমকে নেতৃত্বাধীন জোট আবার ক্ষমতায় ফিরবে। তিনি দিল্লির ’শত্রুদের’ এবং রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, যারা তামিলনাড়ুর অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে, তবে তামিলনাড়ু এখনও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শীর্ষ রাজ্য হিসেবে উঠে এসেছে।

স্টালিন বক্তব্য শেষ করে বলেন, মাদুরাইয়ের জনগণ উন্নয়ন উদ্যোগের স্বাগত জানাবে এবং অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা প্রত্যাখ্যান করবে, এবং শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকবে।

P'NIET No.: 57/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26, Dt.05/12/2025

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage for the following works:

Sl No.	DNIeT No.	Last Date and time for Document Downloading and bidding	Time and date of Opening of bid/Technical Bid
1	127/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26	Upto 3.00 PM on 11/12/2025	At 4.00 PM on 11/12/2025 If Possible
2	128/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		
3	129/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26		

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-3346/25

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B)
Mohanpur, West Tripura

বিজ্ঞপ্তি

Ref.:- Santirbazar P.S GDE No. 30 dated 01/12/2025.

পাশের ছবিটি শ্রীমতি সুসমিতা পাল (মজুমদার) বয়স ২৬ বৎসর, স্বামী-শ্রী বিশ্বজীৎ মজুমদার সাং-কালীর টিলা, থানা-শান্তিরবাজার, দক্ষিন ত্রিপুরা সঙ্গে তাহার ছেলে ১ বৎসর ৫ মাস। উচ্চতা ৫ ফুট গায়ের রং-শ্যামলা, পরনে শেওলা রং এর শাড়ী গত ৩০/১১/২০২৫ (ইং) সময় আনুমানিক বিকাল ৫ টা নাগাদ তাহার শান্তিরবাজার কালীর টিলা, স্থিত নিজ বাড়ী থেকে কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে যায় পরে সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলাকে এখনও পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

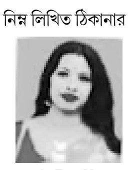

(যোগাযোগের ঠিকানা)

১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর:-৭৬২৮০০৭০৭৯

২) শান্তিরবাজার থানা: **ফোন নম্বর:**- ৯৪৩৬৭৭৩৬০৭

Superintendent of Police,
South Tripura District

ICA/D-1493/25

শাহজাহানাবাদের লাল কেল্লায় ইউনেস্কোর সভা উদ্বোধন, বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন এস. জয়শঙ্কর

নয়া দিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর রোববার লাল কেল্লায় ইউনেস্কোর আন্তঃ সরকারি কমিটির ২০তম অধিবেশন উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছেন, প্রথা, ভাষা, সঙ্গীত, কারুশিল্প এবং অন্যান্য অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মানবতার সবচেয়ে ’গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রকাশ’ এবং এগুলি ’সবাই দ্বারা অধিকারিত এবং অনেকের দ্বারা রক্ষিত’।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার সময় জয়শঙ্কর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, ’আমাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করা, তা শক্তিশালী করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তা সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য, যাতে এটি শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য একটি সাধারণ অনুসন্ধান হতে পারে।’

এই অনুষ্ঠানটি ছিল ইউনেস্কোর অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত আন্তঃসরকারি কমিটির ২০তম সেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রথমবারের মতো ভারত এই ইউনেস্কো কমিটির সভা আয়োজন করছে, এবং লাল কেল্লায় ৮ থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই বৈঠক।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শিখাওয়াত, ইউনেস্কো মহাপরিচালক খালেদ এল-এনানি, দিল্লি প্রধানমন্ত্রীর রেখা গুপ্তা, এবং ভারতের ইউনেস্কোতে স্থায়ী প্রতিনিধির ভিশাল ভি. শর্মা।

জয়শঙ্কর ইউনেস্কোর ঐতিহ্য রক্ষার কাজে ’বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ’ অবদানের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, দেশগুলির জন্য নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তিনি ভারত সরকারের ঐতিহ্য রক্ষা, ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, সঙ্গীত এবং কারুশিল্পের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেন, যা সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার জন্য অত্যাবশ্যক। ভারত লাল কেল্লায় বিভিন্ন থিম্যাটিক প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে, যাতে দেশটির বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য বিশ্বজুড়ে আগত প্রতিনিধিদের কাছে প্রদর্শিত হতে পারে। ইউনেস্কো কমিটি অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করবে এবং ইতিমধ্যে তালিকাভুক্ত উপাদানগুলির অবস্থা নিরীক্ষণ করবে, পাশাপাশি সংরক্ষণ উদ্যোগের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদান করবে।

মুঘল সম্রাট শাহজাহান দ্বারা নির্মিত লাল কেল্লা শাহজাহানাবাদের প্রাসাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং এটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই স্থানে অনুষ্ঠানের আয়োজন আরও একবার ভারতীয় ঐতিহ্যের গুরুত্বকে তুলে ধরল।

এই সভা বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়াসকে নতুন মাত্রা দেবে এবং ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য রক্ষা ও প্রসারের লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতীক হিসেবে কাজ করবে।

PNIeT NO-38/EE/PWD(DWS)/AMB/2025-26

Single bid percentage rate e-tender is invited for 04(Four) Nos. tender viz. Mtc of existing CI/DI/PVC pipeline, SBDTW, Lifting & lowering and R/Mtc of burnt motors under Dumburnagar R.D Block under DWS Division, Ambassa.
Last date & time for online Bidding: 12-12-2025 upto 3:00 PM. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
All details can be seen press notice website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact email- dwsdhalaiambassa@gmail.com

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-3350/25

(Er. R Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

লোকসভায় ‘বন্দে মাতরম’ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণকে ঐতিহাসিক বলে মন্তব্য বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের

নয়া দিল্লি, ৮ ডিসেম্বর : লোকসভায় ‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেছেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর আজকের ভাষণ একটি ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকবে যা আগামী প্রজন্মকে প্রেরণা জোগাবে।বিজেপি নেতারা কংগ্রেসের নেত্রী রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করেছেন। বিজেপি নেতা মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, “প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুরু হওয়ার সময় রাহুল গান্ধী লোকসভায় উপস্থিত ছিলেন না।” সংসদের বাইরে আকাশবাণী সংবাদকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিওয়ারি বলেছেন, “এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কারণ ‘বন্দে মাতরম’ ভারতের ঐক্য এবং সংস্কৃতির প্রতীক।”সংসদে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্রা বলেছেন, “আজকের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী ‘বন্দে মাতরম’-এর প্রতি কংগ্রেসের প্রতারণার মুখোশ খুলে দিয়েছেন।”

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধর্মীয় পর্যটন বৃদ্ধি করতে কোনো প্রস্তাব জমা দেয়নি: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর: কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি এবং পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত অভিযোগ করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যে ধর্মীয় পর্যটন বৃদ্ধি করতে কোনো প্রস্তাব জমা দেয়নি। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তটীয় সার্কিট প্রকল্পের অধীনে ৬৮ কোটি টাকা এবং ”প্রসাদ” প্রকল্পের আওতায় বেলুর মঠের উন্নয়নের জন্য ৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর পরেও, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ধর্মীয় পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্পে যেমন ”স্বদেশ দর্শন” এবং ”প্রসাদ” প্রকল্পে অংশগ্রহণ করছে না।

লোকসভার অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিখাওয়াত বলেন, এটি রাজ্য সরকারের দায়িত্ব, কারণ এটি রাজ্যের বিষয়। গঙ্গাসাগরকে জাতীয় তীর্থযাত্রা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তিনি বলেন, ভারতীয় পুরাণ এবং সংস্কৃতিতে গঙ্গাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে, তবে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রিপোর্ট জমা হলে, কেন্দ্র সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

পর্যটন মন্ত্রকের ”স্বদেশ দর্শন” প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ, হিমালয়ী, তটীয়, বৌদ্ধের মতো থিম্যাটিক পর্যটন সার্কিটের উন্নয়ন, যার মাধ্যমে পর্যটন বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ হবে। ”প্রসাদ” প্রকল্পটি ২০১৪-১৫ সালে শুরু হয় এবং এর লক্ষ্য হল সারা দেশে তীর্থস্থলগুলোর উন্নয়ন।

দেশে অবৈধ ডিজিটাল লোন অ্যাপসএর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে সরকার সচেষ্ট

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর: সরকার জানিয়েছে যে, তারা দেশব্যাপী অবৈধ ডিজিটাল লোন অ্যাপসএর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে রিজার্ভ ব্যাংক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। লোকসভার প্রশ্নোত্তরে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, রিজার্ভ ব্যাংক ২০২৩ সালের ১ জুলাই থেকে জনসাধারণের জন্য তার ওয়েবসাইটে ডিজিটাল লেন্ডিং অ্যাপস(ডিএলএ)-এর একটি ডিরেক্টরি চালু করেছে।

তিনি বলেন, এই ডিরেক্টরিতে শুধুমাত্র ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবহৃত সব ডিজিটাল লোন অ্যাপসঅন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সীতারামন বলেছেন, এই ডিরেক্টরির মাধ্যমে গ্রাহকরা যাচাই করতে পারবেন যে, কোনো ডিএলএ কোনও নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কিনা।

তিনি আরও বলেন, যদি অবৈধ ডিজিটাল লোন অ্যাপসশনাক্ত হয়, তবে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ এর ৬৯(এ) ধারার অধীনে পাবলিক অ্যাক্সেসের জন্য ওই তথ্য ব্লক করার নির্দেশ দিতে পারে। অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংক সময়ে সময়ে অবৈধ লোন অ্যাপসদ্বারা শোষণ থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে।

ভারতীয় পণ্যের প্রচারে টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের মন্ডল সভাপতি । ছবি নিজস্ব।

কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস মেমোরিয়াল কালচার মিউজিয়াম ঊনকোটি জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ ডিসেম্বর: ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে সোমবার প্রতিযোগিতামূলক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আজ কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস মেমোরিয়াল কালচার মিউজিয়াম ঊনকোটি জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে। একটি চারা গাছে জল দিয়ে এর উদ্বোধন করেন।

আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুমতি দাস, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শম্পা দাস , কৈলাশহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, এবং উনকোটি জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার প্রমূখ। আজকের এই তবলা বাজানো প্রতিযোগিতায় কৈলাশহর মহকুমার বেশ কয়েকটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম বিভাগের যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। অনুষ্ঠানে অতিথি বৃন্দরা ছাত্র-ছাত্রী সুস্বাস্থ্য কামনা করে ,ভবিষ্যতে জেলার সম্মান উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পড়াশুনার পাশাপাশি এসব সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম গুলিতে অংশগ্রহণ করার উপদেশ দেন।

ধাওয়া করে মাদকসহ যুবক আটক, কদমতলায় পুলিশের সফল অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৮ ডিসেম্বর: উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানা এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। তারই অংশ হিসেবে দক্ষিণ কদমতলায় সোমবার রাতে চলা তল্লাশি অভিযানের সময় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল অম্বর আলী নামে এক যুবক। তাকে আটক করতে গেলে সে পালানোর চেষ্টা করে।

পুলিশ সদস্যরা ধাওয়া করে শেষ পর্যন্ত ওই যুবককে ধরে ফেলতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে তার দেহ তল্লাশি করে উদ্ধার হয় মোট ৩৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ঘটনাস্থলেই তাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

থানার ওসি জানান, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা নিয়ে তাকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। মাদকবিরোধী অভিযান ভবিষ্যতেও আরও কঠোরভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে বলেও তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন।

আগামী ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে আগামী ১০ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় গোর্খাবস্তিস্থিত প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন করা হবে।

এবছর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের মূল থিম হল ”হিউম্যান রাইটস: আওয়ার এভ্রিডে এসেনসিয়েলস”। ১০ ডিসেম্বর এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল শক্তিময় চক্রবর্তী, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা এবং আইন দপ্তরের সচিব শঙ্করী দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি অরিন্দম লোধ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

২০২৪—২৫ অর্থবছরে জনজাতি ছাত্র ছাত্রীদের স্কলারশিপ বকেয়া, টিএসএফ-এর ডেপুটেশন

আগকরতলা, ৮ ডিসেম্বর : ২০২৪—২৫ অর্থবছরে বহু জনজাতি ছাত্রছাত্রী এখনো পর্যন্ত পোস্ট—ম্যাট্রিক স্কলারশিপ পাননি। তাউ স্কলারশিপ প্রদানের দাবিতে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে টিএসএফ। অতিসত্বর ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড প্রদান করা না হলে আগামীদিনে ধর্ণায় বসবেন বলে হুঁশিয়ারি সংগঠনের নেতৃত্বদের।

ডেপুটেশন শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে টিএসএফ-এর সহ-সভাপতি জন দেববর্মা জানান, ২০২৪—২৫ অর্থবছরে বহু জনজাতি ছাত্রছাত্রী এখনো পর্যন্ত পোস্ট—ম্যাট্রিক স্কলারশিপ পাননি। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে অর্থ প্রদানে দীর্ঘ বিলম্বের কারণে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনজাতি পরিবারের শিক্ষার্থীরা যে সম্পূর্ণভাবে এই বৃত্তির উপর নির্ভর করে পড়াশোনা চালিয়ে যান। ফলে, জনজাতি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে অতি দ্রুত বকেয়া বৃত্তি প্রদানের দাবিতে আজ পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করে।

তিনি আরও জানান, অবিলম্বে বকেয়া বৃত্তি প্রদান করা হোক। যদি দ্রুত সমস্যার সমাধান না হয়, তবে সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

সিপাহীজলায় নবনিযুক্ত ২১ জন জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসারকে স্বাগত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: আজ, সোমবার ৮ ডিসেম্বর ২০২৫, সিপাহীজলা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের ভিসি হলে নবনিযুক্ত জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসারদের স্বাগত ও পরিচিতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সিপাহীজলা জেলায় নব নিয়োগপ্রাপ্ত মোট ২১ জন জিডিএমও-কে জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও শক্তিশালী হবে এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসা-সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দেবাশীষ দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতাল) ডাঃ কনক চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (টিএমসি) ডাঃ বিপ্রজিৎ দেববর্মা এবং ঙ্ট.ও.ঙ্গ.ঙ ও ঙ্কঢঙ্খ জেলা কমিটির সদস্য ডাঃ আশিস দাস।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল (আইএএস) নবাগত জিডিএমওদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। তিনি জেলার সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন, নতুন চিকিৎসকদের ভূমিকা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জেলা প্রশাসনের দাবি, নতুন চিকিৎসকদের যোগদানে সিপাহীজলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরও গতিশীল ও জনমুখী হবে।

শহীদ পরিবারের সহায়তায় আগরতলায় সপ্তাহব্যাপী ফান্ড সংগ্রহ অভিযানে এনসিসি ক্যাডেটরা

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর:ভারত মাতার রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হওয়া বীর সৈনিকদের পরিবারের সহায়তার লক্ষ্যে প্রতিবছর ৭ ডিসেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী ফান্ড সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। সেই উপলক্ষে সোমবার আগরতলা শহরে ত্রিপুরা রাজ্য সৈনিক বোর্ডের সদস্যরা ও এনসিসি ক্যাডেটরা একযোগে ফান্ড সংগ্রহ করতে নামেন।

শহরের বিভিন্ন মোড়, বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দাঁড়িয়ে তারা সাধারণ মানুষের নিকট থেকে স্বেচ্ছা অনুদান গ্রহণ করেন। মূলত শহীদ সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা এবং তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

এদিন বহু পথচারী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ দান করেন। সৈনিক বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সপ্তাহব্যাপী এই ফান্ড সংগ্রহ অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং সংগৃহীত অর্থ শহীদ পরিবারের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ ডিসেম্বর: ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের অস্থিরোগ বিভাগে গত ০৫ ডিসেম্বর একটি জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর মহকুমার ইসবপুর গ্রামের তিন বছর বয়সী একটি শিশু দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়। দুর্ঘটনায় তার বায় পায়ের উরুর হাড় ভেঙে যায়। ফিমার বা উরুর হাড় মানবদেহের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ হাড় হওয়ায়, এই আঘাতের চিকিৎসা ছিল অত্যন্ত কঠিন। শিশুটির পরিবার দ্রুত তাকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। গত ২৭ নভেম্বর শিশুটিকে হাসপাতালের অস্থি বিভাগে ভর্তি করা হয় এবং চিকিৎসা শুরু হয়। শিশুটির তীব্র কষ্ট এবং আঘাতের গুরুত্ব বুঝে, হাসপাতালের অভিজ্ঞ অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ নির্মল দেববর্মা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি হাড়ের সঠিক পুনঃস্থাপন এবং দ্রুত সুস্থতার জন্য ওপেন রিডাকশন অ্যান্ড ইন্টারনাল ফিক্সেশন নামে একটি অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন, যা স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। শিশুটির পরিবার অস্ত্রোপচার করার জন্য রাজি হন। অবশেষে, গত ০৫ ডিসেম্বর অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নির্মল দেববর্মার নেতৃত্বে সফলভাবে অস্ত্রোপচারটি সম্পন্ন হয়। এই জটিল অস্ত্রোপচারে সহায়তা করেন চিকিৎসক ডাঃ রূপময় দাস (অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট), নার্সিং অফিসার মুনদীপা দেববর্মা, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট মিঠুন মল্ল। অস্ত্রোপচারের পর, শিশুটিকে হাসপাতালে অস্থিরোগ বিভাগের ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। বর্তমানে শিশুটির অবস্থা স্থিতিশীল এবং সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে। শিশুটির পরিবার-পরিজনরা চিকিৎসক ডাঃ নির্মল দেববর্মা এবং তার টিমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

চড়িলামে বিজেপির সভায়

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ উঠেছিল। তার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বিজেপির সভায় হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক অঙ্গনে নানান প্রশ্ন উঠছে।

যদিও হামলার পেছনে কোন মহল জড়িত তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে স্থানীয় সূত্রের দাবিতে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা চলছেসরকারের শরিক দল মথা-র কিছু কর্মী এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে। তবে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনো মেলেনি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। প্রশাসন পরিস্থিতি নজরে রাখছে বলে জানা গেছে।

শ্রম কোড বাতিল সহ

● প্রথম পাতার পর

সার্ভিস রুল প্রনয়ন করতে হবে, নির্দিষ্ট কাজের বাইরে আসা ও অঙ্গন ওয়াড়ী কর্মীদের উপরে বাড়তি কাজের বোঝা চাপানো চলবেনা, মাসের বেতন দিতে হবে ইত্যাদি।

এদিন কর্মসূচিতে শতাধিক মিড ডে মিল কর্মী, আশা কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী অংশ নেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

দুর্গাপুরে বটগাছের বিশাল শাখা ভেঙে রেশন দোকান লণ্ডভণ্ড, অল্পের জন্য রক্ষা ডিলারসহ বহু ভোক্তা

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিনগর বাজারে অবস্থিত দুর্গাপুর রেশন দোকানে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটল আজ দুপুরে। বহু বছরের পুরনো জরাজীর্ণ একটি বটগাছের বিশালাকার শাখা হঠাৎ করেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে দোকানের উপর। মুহূর্তের মধ্যেই দোকানটি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

ঘটনার সময় দোকানের ভেতরেই ছিলেন রেশন ডিলার উমাপদ দাস এবং আরও কয়েকজন ভোক্তা। শাখাটি ভেঙে পড়তেই ডিলার দোকানের ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েন। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে অনেক কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেন। সৌভাগ্যবশত বড় কোনও প্রাণহানি ঘটেনি, তবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শান্তিনগর বাজারে অবস্থিত এই বটগাছটি বিগত অনেকদিন ধরে বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বন দপ্তরকে একাধিকবার লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও কোনো রকম কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি তাঁদের।

আজকের ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের দাবি, মানুষের প্রাণসুরক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে বন দপ্তরকে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এলাকায় বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা অন্যান্য গাছও পরীক্ষা করে দেখার জন্য উদ্যোগী হতে হবে।

স্থানীয়দের মতে, প্রশাসনের উদাসীনতার ফলেই আজ বড়সড় দুর্ঘটনা হতে পারত। ভাগ্যক্রমে বড় ক্ষতি এড়ানো গেছে।

ধলাই জেলার বৃন্দাজয় রিয়াং পাড়াতে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান কর্মসূচির অধীনে ৫ ডিসেম্বর ধলাই জেলার আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতাভুক্ত পশ্চিম নালিছড়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের অন্তর্গত বৃন্দাজয় রিয়াং পাড়ায় এক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এই কর্মসূচিতে গ্রামের মোট ৫২ জন বাসিন্দা অংশগ্রহণ করেন। জনজাতি সমাজের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্ন পরিষেবাগুলি প্রদান করেন। এছাড়া ম্যালেরিয়া রোগের দ্রুত সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা হয়। অসংক্রামক রোগ স্ক্রিনিং, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির মতো অসংক্রামক রোগগুলির স্ক্রিনিং করা হয়, যা সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনে সহায়তা করবে।

স্বাস্থ্যকর্মীগণ এই শিবির চলাকালীন উপস্থিত গ্রামবাসীর মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানও পরিচালনা করেন। তারা রোগ প্রতিরোধের গুরুত্ব, স্বাস্থ্যকর জীবনধারা এবং সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে জনজাতি ভাই-বোনদের দোরগোড়ায় অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে এবং তাদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য। ধলাই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

হওয়ার সময়, এটি আমাদের জাতীয় গর্ব এবং মুক্তির চেতনাকে পুনরুদ্ধার করার একটি সুযোগ।’

প্রধানমন্ত্রী মোদি ১৫০ বছর পূর্তিতে ”বন্দে মাতরম” গানটির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ’এই গানটি ১৮৭৫ সালে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন, এবং দ্রুত এটি স্বাধীনতার সংগ্রামে এক আন্দোলনের সূচনা করে।’ তিনি আরও বলেন, ’এটি কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য একটি মন্ত্র নয়, বরং উপনিবেশবাদী দাসত্ব থেকে ভারতমাতাকে মুক্ত করার জন্য একটি পবিত্র যুদ্ধধ্বনি ছিল।’ তিনি ”বন্দে মাতরম” গানটির প্রতিটি স্তবককে একটি শক্তিশালী সংগ্রামী আহ্বান হিসেবে বর্ণনা করেন, যা দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য উৎসাহিত করেছিল।

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদির ভাষণের সময় একটি হালকা মুহূর্ত সৃষ্টি হয় যখন তিনি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ’ব্যঙ্কিম দা’ বলে সম্বোধন করেন। এতে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগাত রায় আপত্তি জানান এবং বলেন, ’আপনি ”ব্যঙ্কিম দা” বলছেন? আপনাকে ”ব্যঙ্কিম বাবু” বলার উচিত।’ প্রধানমন্ত্রী মোদি তখন এই মন্তব্য গ্রহণ করেন এবং বলেন, ’ধন্যবাদ, আমি ”ব্যঙ্কিম বাবু” বলব, আপনার অনুভূতি আমি সম্মান করি,’ এবং একটু হেসে বলেন, ’আমি কি আপনাকে ”দাদা” বলতে পারি, নাকি তারও আপত্তি আছে?’

প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, ’বন্দে মাতরম” গানটি দেশের মধ্যে একতা এবং সংগ্রামের শক্তি সঞ্চারিত করেছে। এটি উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত দেশকে একত্রিত করেছে।’ তিনি গানটির ১৫০ বছর পূর্তিতে দেশবাসীকে উদ্দীপনা এবং অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে এটি গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তিনি যোগ করেন, ’আজ আমরা একত্রে দাঁড়িয়ে ”বন্দে মাতরম”—এর ১৫০ বছর উদযাপন করছি, এবং এটি আমাদের জাতির জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।’ প্রধানমন্ত্রী মোদি উল্লেখ করেন যে, ১৫০ বছর পূর্তির এই বিশেষ সময়টি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন পূরণের জন্য একটি উদ্দীপনা। তিনি জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে বলেন, ’এটি আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হওয়া উচিত যে আমরা ২০৪৭ সালের মধ্যে আত্মনির্ভর এবং উন্নত ভারত গড়ে তুলব।’ এছাড়া, তিনি উল্লেখ করেন যে বর্তমানে দেশ ৭৫ বছর পূর্ণ করছে সংবিধান, ১৫০ বছর পূর্ণ করছে সর্দার প্যাটেল এবং বীর সা মুন্দার জন্মশতবর্ষ, এবং গুরু তেগ বাহাদুরের ৩৫০তম শহীদ দিবসও উদযাপিত হচ্ছে। লোকসভায় বিশেষ এই আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশের মুক্তির সংগ্রামের জন্য ”বন্দে মাতরম” গানটির প্রভাব ও গুরুত্ব পুনঃ মূল্যায়ন করেন।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ লোকসভায় ”বন্দে মাতরম” নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ব্রিটিশরা যখন ভারত বিভক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল, তখন ”বন্দে মাতরম” জাতীয় সংগীত একতায় রূপান্তরিত হয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী মোদি জাতীয় সংগীত ”বন্দে মাতরম” এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ’ব্রিটিশরা জানতো যে ১৮৫৭ সালের পর ভারতের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কঠিন হবে। তারা বুঝেছিল যে ভারতকে বিভক্ত করে এবং জনগণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াতে বাধ্য করে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে। তাই তারা ”বিভাগ এবং শাসন” নীতি গ্রহণ করেছিল, এবং এ কাজের জন্য তারা বঙ্গকে একটি পরীক্ষামূলক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল।’

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ’ব্রিটিশরা জানতো, যদি তারা বঙ্গকে ভেঙে দিতে পারে, তবে পুরো দেশকে ভেঙে দিতে পারবে। তবে সেই সময়ে, বঙ্গ থেকেই উঠে আসা ”বন্দে মাতরম” তাদের জন্য এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এটি দেশের জন্য একতার সংকেত হয়ে উঠেছিল।’তিনি বলেন, ’ব্রিটিশরা বাধ্য হয়েছিল ”বন্দে মাতরম” নিষিদ্ধ করতে এবং এ কবিতার মুদ্রণ ও প্রচার বন্ধ করতে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছিল।’

প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, ’”বন্দে মাতরম” এমন একটি সময়ে লেখা হয়েছিল যখন ব্রিটিশ শাসকরা ভারতীয় পরিবারগুলোর উপর ”গড সেভ দ্য কুইন” চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। তবে ”বন্দে মাতরম” কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য একটি মন্ত্র ছিল না; এটি ভারতমাতাকে উপনিবেশবাদ থেকে মুক্ত করার একটি পবিত্র যুদ্ধধ্বনি ছিল।’

এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী মোদি কংগ্রেসকে তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন, ’যখন ”বন্দে মাতরম” শতবর্ষ পূর্ণ করেছিল, তখন সংবিধান গলিত হয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে জরুরি অবস্থার সময়ে।’

এদিন পার্লামেন্টে ”বন্দে মাতরম” এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ১০ ঘণ্টা সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই আলোচনায় নেতৃত্ব দেবেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের

● প্রথম পাতার পর

কর্মসূচি গ্রহণ করায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, নবপ্রজন্মকে ছাত্র-ছাত্রীদের বন্দেমাতারম সহ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে জানতে হবে। এআই বর্তমানে প্রয়োজনীয়, তবে ইতিহাস জানার গুরুত্বও ঠিক ততটাই। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ভারতীয়দের ভেতর আরো বেশি মাত্রায় প্রচার করার আহ্বান জানান তিনি। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব আরো বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যোগ্য সম্মানটুকু দেওয়া হয়নি। ত্রিপুরাতে বিধানসভা ভবনে কখনো জনগণমনও অথবা বন্দেমাতরম গাওয়া হতো না। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন পর থেকেই জনগণমন দিয়ে বিধানসভা শুরু এবং বন্দেমাতরম দিয়ে কার্যক্রম শেষ করার প্রথা চালু করেছেন। একইভাবে তৃণমূল সরকার কেউ কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর কথায়, তৃণমূল দাবি করেছে সব থেকে বেশি স্বাধীনতার সংগ্রামে আত্মবলিদান দিয়েছেন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। তবে কেন বাংলায় এখনো পর্যন্ত কোনো মুনি, ঋষি, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আবক্ষ মূর্তি তৈরি করা হয়নি। কেন সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের মত বাংলাতেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মূর্তি হলোনা, সেই প্রশ্ন তোলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান জানান বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি তৈরি করার জন্য।

আগরতলায় ডাক

● প্রথম পাতার পর এছাড়াও, অভিযোগগুলি ই-মেলের মাধ্যমেও পাঠানো যাবে আগরতলায় পোস্টমাস্টার জেনারেল, নর্থইস্ট—১ রিজিওন কার্যালয়ের জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ছয় দিন পর

● প্রথম পাতার পর

সন্তান ছিল সে, ভগবান তাঁদের এই শোক সইবার শক্তি দিন। তাকে রাজ্যে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বিমান জটিলতার জন্যে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ঘটনায় গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও

● প্রথম পাতার পর

মাধ্যমে গারো সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। রাজ্য সরকার গারো সহ সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে বিধায়ক ও মেলা কমিটির চেয়ারম্যান অভিষেক দেবরায়ও বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার ডা. কিরণ কুমার কে., অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা সুভাষ আচার্য, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পী রাণী দাস এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা অজয় দে প্রমুখ। ত্রিপুরা গারো ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পিন্টু চন্দ্র ঘাগড়া স্বাগত ভাষণ দেন এবং সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের সভাপতি সুভাষ মারাক। মেলায় মোট ৮টি উন্নয়নমূলক স্টল খোলা হয়েছে। পাশাপাশি উৎসবকে কেন্দ্র করে একটি স্মরণিকার আবরণও উন্মোচন করেন অতিথিগণ।

পৃথক তিনটি দুর্ঘটনায় নিহত

● প্রথম পাতার পর

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। ওই দূর্ঘটনায় একজনের অবস্থাকে আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উচ্চগতিতে চলা দুটি বাইক হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের ফলে দুই যুবকই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। খবর পেয়ে স্থানীয়রা দ্রুত দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা তাদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজন রয়েছে বলে জানা যায়।

ঘটনা তদন্তে পুলিশ নেমেছে এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে, চাকমাঘাটে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে সোমবার সন্ধ্যায় পথদুর্ঘটনায় এক পথচারী গুরুতরভাবে আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আসাম—আগরতলা জাতীয় সড়ক যেন দিন দিন পথচলতি মানুষের জন্য আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সোমবার সন্ধ্যা রাতে চাকমা ঘাটের কাছে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

পানিসাগর এলাকার বাসিন্দা জন্মজয় রায় সড়ক পার হওয়ার সময় হঠাৎই একটি দৈত্যাকৃতির ট্রিপার গাড়ি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মেরে দ্রুত গতিতে পালিয়ে যায়এমনটাই জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।দুর্ঘটনার পর মুহূর্তেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় জন্মজয়কে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলছে।

এলাকাবাসীর দাবি, ট্রিপারটি পালিয়ে গেলেও গাড়িটির নম্বরসহ কিছু তথ্য তারা সংগ্রহ করেছেন। সেই সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের ক্ষোভ, রাত নামতেই এই সড়কে ট্রিপার গাড়ির বেপরোয়া দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। প্রশাসনের নজরদারি না বাড়ালে আরও বড় বিপদ ডেকে আনবে বলে আশঙ্কা তাদের।সন্ধ্যা রাতে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনা আবারও প্রশ্ন তুলেছেআসাম—আগরতলা জাতীয় সড়কে মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?

শহরকে স্বচ্ছ ও সুন্দর

● প্রথম পাতার পর

নির্মল আবর্জনা মুক্ত রাখতে শহরের প্রতিটি ক্লাবকে জড়িত করার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্বচ্ছতা পুরস্কারের ঘোষণা দিল পুর নিগম।

জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাব এলাকার পরিবেশ স্বচ্ছ এবং নির্মল রাখার ক্ষেত্রে ক্লাবগুলি বা সামাজিক সংস্থাগুলি উদ্যোগ গ্রহণ করলে তাদের থেকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় সহ মোট ১৩ টি ক্লাবকে আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। সোমবার পুর নিগমের কনফারেন্স হলে নিগমের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত কাউন্সিল বৈঠক শেষে একথা জানায় মেয়র দীপক মজুমদার।

মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা শহরকে জঞ্জাল মুক্ত স্বচ্ছ রাখতে ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাগুলিকে যুক্ত করার ভাবনা থেকেই এই আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণা বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন স্বচ্ছতার বিচারে প্রথম পুরস্কার হিসাবে ৩ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ২ লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। এছাড়াও বেস্ট পারফরমিং ১০টি ক্লাবকে ৫০,০০০ টাকা করে প্রদান করা হবে, যাতে স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় তাদের অবদান বৃদ্ধি পায়।

পুর নিগমের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে আর কি কি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত তুলে ধরেন মেয়র দীপক মজুমদার।

তিনি জানান, বিগত চার বছরে কি কি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা ফ্লেক্স এর মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরা হবে।চার বছরের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হবে।

কেন্দ্রীয়ভাবে বা ওয়ার্ড ভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। আয়োজন করা হবে রক্তদান শিবিরের। আয়োজিত হবে ওয়ার্ডভিত্তিক স্বাস্থ্য শিবিরও।

গত বছরের আদলে প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রায় ১০০ জন দরিদ্র মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র, কম্বল বিতরণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর লোকাল ফর ভোকাল স্লোগানকে সামনে রেখেআগামী ২৮ ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে স্বদেশী মেলার আয়োজন করা হবে। যেখানে স্থানীয় শিল্পী উদ্যোক্তা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শিত করবে।আজকের এই কাউন্সিল বৈঠকে মেয়র দীপক মজুমদার ছাড়ো উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, নিগমের কমিশনার ডিকে চাকমা সহ সকল কর্পোরেটরগন। বৈঠক শেষে সকল কর্পোরেটর মেয়র দীপক মজুমদারকে সূচারু ভাবে চার বছর ধরে পুর নিগম পরিচালনার করার জন্য অভিনন্দন জানান। মেয়র দীপক মজুমদারও নিগম পরিচালনার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে যে সকল দপ্তর সহায়তা প্রদান করেছে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০ শে : অভিনব প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের সাহসী চিত্র সাংবাদিক স্যন্দন পরিবারের সদস্য প্রয়াত বুদ্ধ গুপ্তের স্মৃতিতে মিডিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আগামী ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ তম বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট ২০২৫ আগামী ২০ ডিসেম্বর এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। এই লক্ষ্যে এবার সেমি প্রফেশনাল ধাঁচে এবার দলের এবং ক্রিকেটারদের রেজিস্ট্রেশন ও অকশন করা হবে। প্রতি দলে থাকবে আটজন ক্রিকেটার। খেলবে ৬ জন। সব ম্যাচ চার ওভারে হবে। খেলা হবে নকআউট ফরম্যাটে। টিম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আগামী ১২ ডিসেম্বর এর মধ্যে। এন্টি ফি ৫০০ টাকা। পুরো টাকাটাই প্রাইজমানি হিসেবে দেয়া হবে। ক্রিকেটারদেরও রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ১২ ডিসেম্বর এর মধ্যেই। নির্দিষ্ট ফর্মে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সাথে পাসপোর্ট সাইজের ফটো, আধার কার্ডের কপি, মিডিয়া হাউস বা আই সি এ-এর আইডি কার্ডের কপি বাধ্যতামূলক। ১৫ ডিসেম্বর রেজিস্টার্ড ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১৬ ডিসেম্বর প্রতিটি দলের প্রতিনিধি এবং খেলোয়ারদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে আগরতলা প্রেসক্লাবে বেলা সাড়ে এগারোটায়। ১৭ ডিসেম্বর ক্রিকেটারদের অকশন করানো হবে বেলা ১১ঃ৩০ টায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে। আজ দুপুরে আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়। সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে স্যন্দন পত্রিকা ও সন্ধান টিভি-র ডিরেক্টর অভিষেক দে, স্পোর্টস এডিটর তথা সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী এবং স্যন্দন পত্রিকার চিত্র সাংবাদিক সুব্রত দেবনাথ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে আরও জানানো হয়, এবার চ্যাম্পিয়ন দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ চার হাজার টাকা, রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ ২০০০ টাকা এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হিসেবে সুদৃশ্য ট্রফি সহ এক হাজার টাকা প্রাইজমানি প্রদান করা হবে। এছাড়া, সেরা ব্যাটসম্যান, সেরা বোলার এবং সেরা ফিল্ডারদের জন্যও রয়েছে সুদৃশ্য ট্রফি।

মহিলাদের নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে আজ জম্পুইজলা-স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টিএফএ আয়োজিত মহিলাদের নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল (সোমবার) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে উমাকান্ত মিনি ফুটবল স্টেডিয়ামে বিকেল তিনটা ৪৫ মিনিটে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এবং জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। ৫ ডিসেম্বর, শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে জম্পুই জলা প্লে সেন্টার ২-০ গোলের ব্যবধানে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাব এবং শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৩-০ গোলের ব্যবধানে ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব কে পরাজিত করে ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই উপলক্ষে বিকাল সাড়ে পাঁচটায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতি রত্না দত্ত। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর শ্রীমতি জাহ্নবী দাস চৌধুরী।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শ্রীমতি তিথি দেববর্মন। এছাড়া, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পেট্রন রতন সাহা, সভাপতি প্রণব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান সংক্ষিপ্ত সকলকে ম্যাচ এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান উপভোগ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

মুস্তাক আলী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সুপার ওভারে কর্নাটককে হারালো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কর্তৃত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। তাও সৈয়দ মুস্তাক আলী টি-টোয়েন্টি ট্রফি এলিট ডি গ্রুপের খেলায়। শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কর্নাটককে সুপার ওভারে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় আরও একবার ধরা দিয়েছে ত্রিপুরা শিবিরে। যদিও নিয়ম রক্ষার ম্যাচ। লীগ পর্যায়ের অন্তিম তথা সপ্তম রাউন্ডের খেলায়। আমেদাবাদের মতেরায় নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম বি গ্রাউন্ডে বেলা দেড়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্ণাটক প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১৯৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার শরৎ সর্বাধিক ৪৪ রান পায়। এছাড়া ম্যাকনিলের ৩৪ রান ও দেবদূত পাড়িকালের ৩২ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। ত্রিপুরার বোলার মনিশঙ্কর মুরাসিং ও শাহরুখ হোসেন দুটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা সীমিত ২০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৯৭ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য, মনি শংকর মুরাসিং এর অধিনায়কোচিত ৬৯ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। মনিশঙ্কর ৩৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬৯ রান সংগ্রহ করে রান আউট এর শিকার না হলে সুপার ওভার এর আগেই ত্রিপুরা দল জয় পেয়ে যেতো। ওপেনার হনুমা বিহারীর ৩৬ রানও যেন কিছুটা উল্লেখ করার মতো। কর্ণাটকের শুভাঙ্গ হেগড়ে ও প্রবীণ দুবে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। টাই ম্যাচ। সুপার ওভারে ত্রিপুরা শ্রীদাম পালের ১৬ রান এবং মনীশংকর মুড়া সিংয়ের ৫ রানে মোট ২২ রান সংগ্রহ করলে জবাবে কর্ণাটক ছয় বলে এক উইকেটে ১৮ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বল হাতে মনি শংকর মুড়া সিং সুপার ওভারেও দুর্দান্ত খেলে। দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

ডিগবাজি শাকিবের, অবসরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, বাংলাদেশের মাটিতে তিন ফরম্যাটেই খেলে বিদায় জানাতে চান ক্রিকেটকে

টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলেন শাকিব আল হাসান। জানালেন, তিনি কখনওই আনুষ্ঠানিক ভাবে অবসর নেননি। দেশের মাটিতে তিন ফরম্যাটে খেলে বিদায় জানাতে চান ক্রিকেটকে। গত বছর সেপ্টেম্বরে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন তিনি।প্রায় এক বছরের বেশি সময় জাতীয় দলের হয়ে খেলেননি শাকিব। তবে বিভিন্ন দেশের টি-টোয়েন্টি লিগগুলিতে খেলে চলেছেন। সম্প্রতি ‘বিয়ন্ড দ্য বিয়ার্ড’ পডকাস্টে হাজির হয়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার মইন আলিকে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “বাংলাদেশে ফেরার ব্যাপারে আমি আশাবাদী। তাই জন্যই খেলে যাচ্ছি। আশা করছি একদিন সেটা হবে। তাই নিজেকে ফিট রাখার জন্য করছি, যাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার জন্য উপযুক্ত অবস্থায় থাকতে পারি।”শাকিব আরও বলেন, “আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে সব ফরম্যাট থেকে অবসর নিইনি। এই প্রথম বার এটা বললাম। আমার ইচ্ছা বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে এক দিনের ক্রিকেট, টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টির একটি করে পুরো সিরিজ খেলা। তার পর এক বারে অবসর নিয়ে নেব। যে ভাবেই হোক না কেন, তিনটে ফরম্যাট খেলতে চাই।”শাকিব জানালেন, তিনি নিজের কথার প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে চান। পরে কথা পাল্টাতে চান না। বাংলাদেশের অলরাউন্ডারের কথায়, “কোনও ক্রিকেটার কোনও কথা বললে সেই কথা রাখার চেষ্টা করে। হঠাৎ করে তা বদলে যায় না। আমি ভাল খেলি বা খারাপ তাতে যায় আসে না। হয়তো পরে একটা সিরিজে খারাপ খেললাম। সেটা করতে চাই না। দেশের সমর্থকদের সামনে ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চাই।”

বিশ্বকাপে ব্যর্থ মনু ভাকের, সোনা জিতে হইচই ‘অখ্যাত’ সিমরনপ্রীতের

মনু ভাকের ব্যর্থ হলেও বিশ্বকাপে সোনালি সাফল্য সিমরনপ্রীত কৌর ব্রারের। রবিবার আইএসএসএফ বিশ্বকাপে মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর সোনা জিতলেন তিনি। অন্যদিকে, অভিষেকের মঞ্চে সাফল্য পেলেন ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং। আইএসএসএফ বিশ্বকাপে পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩-পজিশনে রুপো জিতেছেন তিনি।

দ্বিতীয় দিন দুরন্ত পারফরম্যান্সের পর ভারত এখন চিনের ঠিক পরেই। বিশ্বকাপে ভারতের পদক সংখ্যা এখন ছয়। যার মধ্যে দু’টি সোনা, তিনটি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ। চিনের ঝুলিতে তিনটি সোনা, দু’টি রুপো এবং তিনটি ব্রোঞ্জ। চলতি বছরের শুরুতে লিমায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে রুপোর পদক জিতেছিলেন সিমরনপ্রীত। আর এবার দোহায় সোনা জিতলেন। ফাইনাল ফিল্ডে ৫০টা শটের মধ্যে ৪১টা শট টার্গেটে মেরে নজিরও গড়েছেন সিমরন। যা প্যারিসের জুনিয়র বিশ্বরেকর্ডের সমান। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াং জি-ইনের নামেও একই রয়েছে। ২১ বছর বয়সি এই শুটারের এই সাফল্যের নেপথ্যে তাঁর বাবা। যিনি তাঁর মেয়ের জন্য সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। সোনাজয়ের পর উচ্ছ্বসিত সিমরনপ্রীত বলেন, “এই পদক আমার কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় পদক। পরিকল্পনা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পেরেছি। আগামী বছরগুলিতে এখন আরও সাফল্য পেতে হবে। তাই অনেক কিছুর উপর মনোযোগ দিতে হবে। এই পদক আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে।”ফাইনালে যোগ্যতা অর্জনকারী আরেক ভারতীয় এশা সিং সপ্তম স্থান অর্জন করেছেন। অলিম্পিকে দু’বারের পদকজয়ী মানু ভাকের যোগ্যতা অর্জনের রাউন্ডে ৫৮১ স্কোর করে নবম স্থানে শেষ করে ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হন। ২১ বছর বয়সি সিমরনপ্রীত যোগ্যতা অর্জনের রাউন্ডে ৫৮৫ স্কোর করে পঞ্চম স্থান পেয়েছিলেন। এশা ৫৮৫ স্কোর করে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন। ফাইনালে সিমরনপ্রীত হারিয়েছেন চিনের ইয়াও কিয়ানক্সুনকে। জার্মান শুটার ডোরিন ভেনেক্যাম্প ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

মহিলা ফুটবল : দ্বি-মুকুট স্পোর্টস স্কুলের ম্যাচে সেরা কেয়া, টুর্নামেন্টে সোনিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মহিলাদের ফুটবল টুর্নামেন্টে দ্বি-মুকুট পেয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ আজ, সোমবার প্রতিপক্ষ জম্পুই জলা প্লে সেন্টারকে চার গোলে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ক-দিন আগে মহিলাদের ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টেও স্পোর্টস স্কুল অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। টিএফএ আয়োজিত মহিলাদের নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে আজ, সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে প্রথমার্ধেই চারটি গোল করে দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। খেলার চার মিনিটের মাথায় কেয়া দেববর্মার গোল, ৭ মিনিট বাদে বিনিতা সিনহার গোল দলকে ২-০ তে লিড এনে দেয়। পরে ৩০ ও ৩২ মিনিটের মাথায় সোনিয়া সিনহা ও থানপুলি ডার্লং এর পরপর দুটি গোল প্রথমার্ধেই স্পোর্টস স্কুলকে ৪-০ তে এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে স্পোর্টস স্কুলের ফুটবলাররা গোল ব্যবধান বাড়ানোর তেমন উদ্যোগ না নিলেও প্রতিপক্ষকে গোল পরিশোধেরও তেমন সুযোগ দেয় নি। পক্ষান্তরে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের ফুটবলাররা একাধিকবার সুযোগ খোঁজার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত একবারের জন্যও জাল নেড়ে গোলের স্বাদ পায় নি। উল্লেখ্য, ৫ ডিসেম্বর, শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে জম্পুই জলা প্লে সেন্টার ২-০ গোলের ব্যবধানে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাব এবং শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৩-০ গোলের ব্যবধানে ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব কে পরাজিত করে ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। খেলা শেষে মাঠেই আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে সুদৃশ্য ট্রফির সঙ্গে প্রাইজমানি ১৫ হাজার টাকা, রানার্স-আপ জম্পুইজলা প্লে সেন্টারকে সুদৃশ্য ট্রফি ও প্রাইজমানি ১০,০০০ টাকা, টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়ার সোনিয়া সিনহাকে টিএফএ-র লাইফ মেম্বার ফোরাম থেকে সুদৃশ্য ট্রফি ও প্রাইজমানি, প্লেয়ার অব দ্য ফাইনাল ম্যাচ কেয়া দেববর্মা, সর্বাধিক গোলদাতা যুগ্মভাবে স্পোর্টস স্কুলের শ্রেয়া দেব, জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের পখিলা বোড়োকে সুদৃশ্য ট্রফি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আগরতলা পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতি রত্না দত্ত, বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শ্রীমতি তিথি দেববর্মন, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পেট্রন রতন সাহা, সভাপতি প্রণব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় টিএফএ-র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

ত্রিপুরা ভেটারেন ফুটবলার্স অ্যাসো-র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ভেটারেন ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশন বার্ষিক সাধারণ সভা আজ, রবিবার অনুষ্ঠিত হয় বীরেন্দ্র ক্লাবের মিলনায়তনে। সভাপতিত্ব করেন সুব্রত দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী।অনুষ্ঠানের শুরুতে বিগত দিনে যারা প্রয়াত হয়েছেন তাদের আত্মার সদগতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উপস্থিত প্রাক্তন খেলোয়াড়রা বিশদ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং আগামী দিনে ত্রিপুরা ফুটবলের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব রাখেন।বিশেষ করে বিমল কুমার রায়চৌধুরী এবং শুভেনজিত সিনহা মহোদয় সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব রাখেন।

পরিশেষে জেলা ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফুটবলার তুলে আনার জন্য এবং আগামী দিনে বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত প্রাক্তন ফুটবলারদের সমন্বয়ে আলোচনা ক্রমে ত্রিপুরা ভেটারেন ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্ম পদ্ধতি আরও বিস্তারিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সবশেষে এসোসিয়েশনের সভাপতি সুব্রত দেববর্মা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সংস্থার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই খবর জানানো হয়েছে।

পূর্বাঞ্চলীয় অস্মিতা হকি চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য রাজ্য দলের প্রস্তুতি জোর কদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জোন ভিত্তিক টুর্নামেন্টের লক্ষ্যে মেয়েদের হকি দল তৈরি। আগামী ২১ থেকে ২৫ ডিসেম্বর গুহাটিতে হবে ইস্ট জোন অস্মিতা হকি চ্যাম্পিয়নশিপ। অনূর্ধ ১৭ বালিকা বিভাগে রাজ্যের মেয়েরা অংশগ্রহণ করবে। এই লক্ষ্যে রাজ্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম এবং এই খবর জানিয়েছেন হকি ত্রিপুরার সেক্রেটারি দেবাশীষ ভৌমিক। রাজ্য দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো: সুমি পাশা, প্রিয়া গোয়ালা, প্রিয়াঙ্কা দে, সোহাগী সরকার, মানভি বিশ্বাস, সম্পা শীল, তনুশ্রী বিশ্বাস, শ্রেয়সী বিশ্বাস, চম্পা মলসুম, পূজা দেববর্মা, চন্দ্রিমা দেব, পূজা দাস, নবনীতা দে, জয়শ্রী ঋষি দাস, জিনি তাইপিং, কোহিলা দেববর্মা, সুমি ঋষি দাস, সংগীতা শুক্ল বৈদ্য। স্ট্যান্ড বাই হিসেবে রাখা হয়েছে আরও চারজনকে। তারা হলো পূজা রানী পাল, শ্রীদেবী ত্রিপুরা, প্রিয়াঙ্কা ত্রিপুরা ও মনিমালা ত্রিপুরা। নির্দিষ্ট সময়ে রাজ্য দল গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাবের উদ্যোগে শিবনাথ দে স্মৃতি টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফাইভ-এ-সাইড ফুটবল টুর্নামেন্টের ব্যাপক আয়োজন। এবারও সর্বাধিক ৩২ টি দলকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারছেন আয়োজকরা। প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও সাড়া জাগানো এই ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু করতে যাচ্ছে আগরতলার বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব। আগামী ১৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ফাইভ এ সাইড এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। দুই দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ দেওয়া হবে যথাক্রমে ৮ হাজার ও ৫০০০ এর মতো বড় অংকের প্রাইজমানিও। ১৩ ডিসেম্বর এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। ১৪ ডিসেম্বর টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে গৌতম ব্যানার্জি সংশ্লিষ্ট সকল ক্লাব সংস্থা সংগঠনকে ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে নাম নথিভুক্তকরণের কনফার্মেশন জানাতে আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৩ ডিসেম্বর সকাল ৯ টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, টিএফএ-র জয়েন্ট সেক্রেটারি তপন সাহা ও কৃষ্ণপদ সরকার, সাই স্যাগ-এর ইনচার্জ ড. ভারতী নিগম, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন।

ত্রিপুরা ভেটারেন ফুটবলার্স অ্যাসো-র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ভেটারেন ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশন বার্ষিক সাধারণ সভা আজ, রবিবার অনুষ্ঠিত হয় বীরেন্দ্র ক্লাবের মিলনায়তনে। সভাপতিত্ব করেন সুব্রত দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী।অনুষ্ঠানের শুরুতে বিগত দিনে যারা প্রয়াত হয়েছেন তাদের আত্মার সদগতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উপস্থিত প্রাক্তন খেলোয়াড়রা বিশদ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং আগামী দিনে ত্রিপুরা ফুটবলের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব রাখেন।বিশেষ করে বিমল কুমার রায়চৌধুরী এবং শুভেনজিত সিনহা মহোদয় সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব রাখেন।পরিশেষে জেলা ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফুটবলার তুলে আনার জন্য এবং আগামী দিনে বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত প্রাক্তন ফুটবলারদের সমন্বয়ে আলোচনা ক্রমে ত্রিপুরা ভেটারেন ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্ম পদ্ধতি আরও বিস্তারিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সবশেষে এসোসিয়েশনের সভাপতি সুব্রত দেববর্মা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সংস্থার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই খবর জানানো হয়েছে।

হরিয়ানার কাছে হার, দাম পেল না শামির 4 উইকেট

হরিয়ানার কাছে হেরে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি থেকে বিদায় বাংলার। সুপার লিগ পর্বে যাওয়ার আর সুযোগ থাকল না গ্রুপ ‘সি’র চার নম্বরে নেমে যাওয়া অভিমন্যু ঈশ্বরণদের। প্রতিযোগিতায় ভাল শুরু করেও লাভ হল না। সোমবার প্রথমে ব্যাট করে হরিয়ানা করে ৯ উইকেটে ১৯১ রান। জবাবে ২০ ওভারে ১৬৭ রানে শেষ হয়ে যায় বাংলার ইনিংস। একাধিক ক্রিকেটারের ব্যর্থতায় দাম পেল না মহম্মদ শামির ৪ উইকেট।

টানা দু’ম্যাচ হেরে ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় সমস্যায় বাংলা। টস জিতে হরিয়ানার বিরুদ্ধে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক ঈশ্বরণ। কিন্তু শামি, আকাশ দীপ এবং শাহবাজ আহমেদ ছাড়া বাংলার অন্য বোলারেরা প্রত্যাশা মতো পারফর্ম করতে পারলেন না। হরিয়ানার ব্যাটারেরা কেউ বড় রান করতে না পারলেও সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে যায় তারা। ওপেন করতে নেমে অধিনায়ক অঙ্কিত কুমার করেন ৩০ বলে ৪৬ রান। ৫টি চার এবং ২টি ছয় মারেন তিনি। তিন নম্বরে নেমে নিশান্ত সিধু করেন ৩১ বলে ৪৮। তাঁর ইনিংসে রয়েছে ১টি চার এবং ৪টি ছক্কা। চার নম্বরে নেমে যশবর্ধন দালাল করেছেন ২২ বলে ৩১। এ ছাড়া বলার মতো রান বলতে আর এক ওপেনার আরশ রাঙ্কার ১২ বলে ২০।

শামি বেশ ভাল বল করলেন এ দিন। ৪ ওভার বল করে ৩০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন জোরে বোলার। ভারতীয় দলের আর এক সদস্য আকাশ ২ উইকেট নিয়েছেন ৩২ রান দিয়ে। শাহবাজও ৩২ রান দিয়েছেন। তবে উইকেট পাননি। প্রদীপ্ত প্রামাণিক ২০ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ৪৬ রান দিয়ে ১ উইকেট সায়ন ঘোষের। ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, কর্ণ লালেরা বল হাতে এ দিন সাফল্য পেলেন না। জয়ের জন্য ১৯২ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল করতে পারেনি বাংলা। ওপেনার কর্ণ (৬) এবং তিন নম্বরে নামা ঈশ্বরণ (১১) দ্রুত আউট হয়ে যাওয়ায় চাপে পড়ে যায় বাংলার ইনিংস। সেই চাপ কাটিয়ে উঠতে পারেননি অন্য ব্যাটারেরা। অভিষেক পোড়েল ওপেন করে ২৪ বলে ৪৭ রান করেছেন। ৪টি চার এবং ৩টি ছয় মেরেছেন অভিষেক। চার নম্বরে নেমে ঋত্বিক করেন ৩৩ বলে ৪৪। ৪টি চার এবং ১টি ছয় এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। যুবরাজ কেসওয়ানি করেছেন ১৪ বলে ২৫। বাংলার আর কোনও ব্যাটার দলকে ভরসা দিতে পারেননি। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানোয় প্রয়োজনীয় জুটিও তৈরি করতে পারেনি বাংলা। হরিয়ানার সফলতম বোলার ইশান্ত ভরদ্বাজ ১৮ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ২৫ রানে ২ উইকেট সুমিত কুমারের। ৩২ রানে ২ উইকেট সামন্ত জাখরের। অনশুল কম্বোজ ২ উইকেট নিয়েছেন ৪২ রান দিয়ে।

জরিমানা রাহুলের গোটা দলের !

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু মঙ্গলবার। তার আগের দিনই শাস্তি পেল ভারতীয় দল। এক দিনের সিরিজে মন্থর বোলিংয়ের জন্য ভারতকে শাস্তি দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। তবে শাস্তির প্রভাব পড়বে না সূর্যকুমার যাদবের দলের উপর।দক্ষিণ আফ্রিকাকে এক দিনের সিরিজে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েও শাস্তি পেল ভারতীয় দল। রায়পুরে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫০ ওভার বল করতে পারেনি লোকেশ রাহুলের দল। নিয়ম অনুযায়ী, মন্থর বোলিংয়ের জন্য জরিমানা হয়েছে ভারতীয় দলের। সেই ম্যাচের আম্পায়ারদের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাহুলদের জরিমানা করেছেন ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন।আইসিসির আচরণ বিধির ২.২২ ধারা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতি ওভার কম বল করার জন্য ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ জরিমানা হয় সংশ্লিষ্ট দলের। রায়পুরে রাহুলেরা সময়ের মধ্যে ২ ওভার কম বল করেছিলেন।

জুবিন নটিয়ালের সংগীতানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পাস বিতরণে প্রথম দিনেই উপচে পড়া ভিড়

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: বলিউডখ্যাত গায়ক জুবিন নটিয়াল আগামী ১২ ডিসেম্বর আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন। জনপ্রিয় এই শিল্পীকে সরাসরি দেখার এবং তার মনোমুগ্ধকর সুর শোনার আশায় ভক্তদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই কারণেই সোমবার থেকে ট্যুরিজম দপ্তরের উদ্যোগে শুরু হয়েছে অনুষ্ঠানের পাস বিতরণ। প্রথম দিনেই আগরতলা টাউন হলে দেখা গেল উপচে পড়া ভিড়। সকাল থেকেই সঙ্গীতপ্রেমীরা দীর্ঘ লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েন ট্যুরিজম দপ্তরের কাউন্টারের সামনে। প্রখর রোদ উপেক্ষা করে নানা বয়সের মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে দেখা যায়। কেউ হাতে ছাতা, কেউবা জলের বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন শুধুমাত্র পছন্দের শিল্পীকে একনজর দেখার আশায় পাস সংগ্রহের জন্যে। ট্যুরিজম দপ্তরের কর্মকর্তাদের মতে, অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিপুল সংখ্যক দর্শকের সমাগম আশা করা হচ্ছে। পাস বিতরণের প্রথম দিনের ভিড় দেখে তা স্পষ্ট যে জুবিন নটিয়ালের জনপ্রিয়তা রাজ্যে অত্যন্ত বেশি। আগামী কয়েক দিনেও একইভাবে পাস সংগ্রহের ভিড় অব্যাহত থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

১২ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত পর্যায়ে। ভক্তরা মুখিয়ে রয়েছেন সুরসম্রাটের লাইভ পারফরম্যান্স উপভোগ করতে।

বীজ বিল ও বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সভা সিপিআইএম

কাঁঠালিয়া, ৮ ডিসেম্বর : বামপন্থী কৃষাণ মোর্চার উদ্যোগে সংসদের বীজ বিল ২০২৫ এবং বিদ্যুৎ বিল ২০২৫ বাতিলের দাবিতে সোমবার বিক্ষোভসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা কমিটির অফিসের সামনে বিলের কপি পোড়ানো হয়।

এ কর্মসূচিতে সারা ভারত কৃষক সভার বিভাগীয় এবং অঞ্চল পর্যায়ের সমস্ত নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সোমবার সকাল দশটার দিকে নেতাকর্মীরা একাত্ম হয়ে বিক্ষোভে অংশ নেন এবং বিলের কপি পোড়ানোর সময় উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে স্লোগান দেন। কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন সারা ভারত কৃষক সভার সোনামুড়া মহকুমা নেতৃত্ব সুরেশ দাস।

এদিন উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক আব্দুল করিম, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য রতন সাহাসহ প্রায় ৭০—৮০ জন নেতাকর্মী।

বামগ্রেসের বিরুদ্ধে ধর্মনগরে যুব মোর্চার হুঙ্কার

ধর্মনগর, ৮ ডিসেম্বর : ধর্মনগরে উত্তরা ত্রিপুরা জেলার বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে ‘যুব শক্তি শঙ্খনাদ র‍্যালি’ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিবিআই স্কুল মাঠ থেকে শুরু হয়ে র‍্যালিটি শহরের প্রধান পথ পরিক্রমা করে পুনরায় বিবিআই মাঠে এসে শেষ হয়।

র‍্যালিতে জেলার ছয়টি মণ্ডলের যুব মোর্চা অংশগ্রহণ করে। জেলা যুব মোর্চার সভাপতি জয়জিৎ শর্মা সহ বিভিন্ন মণ্ডলের বিপুল সংখ্যক কর্মী এবং সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়জিৎ শর্মা দাবি করেন, দেশজুড়ে নির্বাচনে বিজেপির বিজয় অব্যাহত রয়েছে এবং ত্রিপুরাও তার ব্যতিক্রম হবে না। বিরোধী সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেসের কোনও কার্যকর ইস্যু নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, আসন্ন এডিসি, পুর পরিষদ এবং ২০২৮ সালের বিধানসভাএই তিন নির্বাচনী ক্ষেত্রেই বিরোধীরা “খাতা খুলতে পারবে না”, বরং তাদেরকে ‘সারফেক্সেল দিয়ে মুছে দেওয়া হবে’, আজকের র‍্যালি সেই বার্তারই পরিচয়।

র‍্যালি জুড়ে যুবকদের উচ্ছ্বাস রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

যাত্রাপুরে গাঁজা নিধন অভিযানএক দিনে প্রায় এক লক্ষ গাছ ধ্বংস, বাহিনীর যৌথ তৎপরতায় ২১ প্লট সাফ

কাঠালিয়া, ৮ ডিসেম্বর: সোমবার যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত দুটি পৃথক এলাকায় বৃহৎ পরিসরে গাঁজা বিরোধী অভিযান চালালো পুলিশ, বিএসএফ ও টিএসআর জওয়ানদের যৌথ বাহিনী। প্রায় দেড়শতাধিক জওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন যাত্রাপুর থানার ওসি সিটি কণ্ঠ বর্ধন। একুশটি প্লটে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয় বলে জানা গেছে।

আজ সকাল ৭টা থেকে শুরু হয় অভিযান। প্রথমে বাহিনী পৌঁছায় থানার প্রায় ১২ কিলোমিটার পূর্বে জগৎরামপুর এডিসি ভিলেজের তৈছমা কলোনি সংলগ্ন জঙ্গলে। সেখানে ১১টি ফলন্ত গাঁজা বাগান একেবারে উপড়ে ফেলে জোয়ানরা। গাছগুলি কেটে এক জায়গায় জড়ো করে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করা হয়। আশপাশের কিছু গ্রামবাসী দূর থেকে পুরো ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন।

প্রথম দফার অভিযান শেষে বাহিনী ফিরে আসে থানা এলাকার সীমান্তবর্তী গ্রাম কালীকৃষ্ণনগরের জঙ্গলে। কঠিন পাহাড়ি সড়ক পেরিয়ে পৌঁছে তারা সেখানে আরও দশটি ছোট-বড় প্লটে গাঁজা গাছ নিধন করে। কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই অভিযান সম্পন্ন হওয়ার পর এলাকাজুড়ে মাদকবিরোধী এই পদক্ষেপের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

ওসি সিটি কণ্ঠ বর্ধন জানান, গাঁজা চাষ রোধে যাত্রাপুর থানা ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালাচ্ছে। এটি ছিল থানার উদ্যোগে দ্বাদশতম বড় অভিযান। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতেও সুযোগ বুঝে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। কর্তব্য পালনে বাহিনী যে দৃঢ়, সোমবারের অভিযানে তারই স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া গেছে।

ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে মোহনপুরের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে রতন লাল নাথের প্রার্থনা

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: বিদ্যুৎ ও কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত ২০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ- প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে উপস্থিত হন। রাজ্যবাসীর শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য সমবেতভাবে তাঁরা প্রার্থনা নিবেদন করেন।

মন্ত্রী জানান, জনপ্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে মায়ের দর্শন করেন এবং মন্দিরের সম্পূর্ণ প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন। তিনি আরও বলেন পরে মন্দির প্রাঙ্গণের ধ্যানকেন্দ্রে কিছু সদস্য ভগবদগীতা পাঠ করেন এবং অন্যরা নীরব প্রার্থনা ও ধ্যানে সময় কাটান।

মন্দির কর্তৃপক্ষ জানায়, ধ্যানকেন্দ্রটি আজ প্রথমবার ব্যবহার করা হয় যেখানে মন্ত্রী নিজে গীতা পাঠ করেন। মন্ত্রী জানান, ভোরের আলোয় মন্দিরে পৌঁছানো তাঁর কাছে যেন এক অদৃশ্য ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো অনুভূত হয়েছিল। স্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে রাজ্যের প্রতিটি মানুষের শান্তি, অগ্রগতি ও মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করা তাঁর কাছে ছিল এক অত্যন্ত বিনম্র, হৃদয়স্পর্শী অভিজ্ঞতা।

তিনি আরও বলেন, মন্দিরের শান্ত, পবিত্র পরিবেশ তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছেআশীর্বাদ মানেই দায়িত্ব, আর ভক্তি মানেই মানুষের সেবায় নিজেকে নিবেদিত করার অঙ্গীকার। অন্ধকার দূর হোক, আলোর জয় হোক, সকলের হৃদয়ে শান্তি ফিরে আসুক। এইদিন মাতাবাড়ি ব্লক চেয়ারম্যান এবং মণ্ডল সভাপতি ও উপস্থিত ছিলেন।

স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে বটতলা বাজারে ব্যাপক প্রচার অভিযান বড়দোয়ালী মন্ডলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে সোমবার বটতলা বাজারে ব্যাপক প্রচার অভিযান সংঘটিত করে বড়দোয়ালী মন্ডল। মন্ডল সভাপতি শ্যামল দে সহ বাজার কমিটির সভাপতি সহ অন্যান্যরা এই প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ‘স্বদেশী সবার ঘরে স্বদেশী-ই অন্তরে ’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে সোমবার বটতলা বাজারে স্বদেশী পণ্যের ব্যবহারের আবেদন নিয়ে বড়দোয়ালী মন্ডল সভাপতি শ্যামল দে সহ বাজার কমিটির সভাপতি সম্পাদক দোকানে দোকানে যায়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে ”আত্মনির্ভর ভারত” গড়ার লক্ষ্যে স্বদেশী বা ভারতে তৈরি পণ্য কেনার জন্য বারবার আবেদন জানিয়েছেন। বিশেষত উৎসবের মরসুমে, যাতে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়, স্থানীয় শিল্প ও কারিগররা উৎসাহিত হন এবং ১৪০ কোটি দেশবাসীর কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি মেলে; তিনি নাগরিকদের গর্বের সঙ্গে ভারতীয় পণ্য ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যমে তা শেয়ার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এই আবেদনের মূল উদ্দেশ্য হলো, স্বদেশী পণ্যের প্রচার। আত্মনির্ভর ভারত। পাশাপাশি এই উদ্যোগ দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে সাহায্য করবে।

স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের পাশাপাশি ২০৪৭ সালকে লক্ষ্যমাত্রা রেখে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গঠন করার যে প্রধানমন্ত্রীর সংকল্প তাকে সার্থক করে তোলাই এই ধরনের প্রচারের মূল লক্ষ্য।

জাতীয় হস্তশিল্প সপ্তাহ উপলক্ষে পূর্বাশা আরবান হাটে ৭ দিনব্যাপী হস্তকারু ও শিল্প মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: জাতীয় হস্তশিল্প সপ্তাহ উপলক্ষে আজ পূর্বাশা আরবান হাটে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো ৭ দিনব্যাপী হস্তকারু ও শিল্প মেলা। সোমবার মেলার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মানিকা দাস দওসহ বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক।

উদ্বোধনের পর মেলায় স্থানীয় উদ্যোক্তারা তাঁদের হস্তশিল্প, কারুশিল্প ও দেশি পণ্যের প্রদর্শনীতে অংশ নেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কারুশিল্পীরা নিজেদের তৈরি হস্তপণ্য তুলে ধরছেন এই সপ্তাহব্যাপী আয়োজনে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও মন্ত্রী টিংকু রায় রাজ্য সরকারের হস্তকারু শিল্পের উন্নয়নে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তারা জানান, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন, যার সুফল গ্রামীণ শিল্প থেকে শুরু করে শহুরে হস্তকারুদের কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে।

মেলা চলবে আগামী সাত দিন ধরে, প্রতিদিনই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর আয়োজন রয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

খেলো ধর্মনগর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: মেগা ক্রীড়া অনুষ্ঠান খেলো ধর্মনগর আজ থেকে বি.বি.আই. ময়দানে শুরু হয়েছে। ধর্মনগর পুরপরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত প্রায় ১ মাসব্যাপী এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালি রাণী দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জু নাথ, পুর পরিষদের মুখ্য কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক দেবযানী চৌধুরী, উপমুখ্য কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক অমরচাঁদ বিশ্বাস, সমাজসেবী কাজল কুমার দাস, সমাজসেবী শ্যামলাল নাথ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা রিপন চাকমা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা বিভাবসু গোস্বামী প্রমুখ।

চিত্র সাংবাদিকের উপর হামলার নিন্দা টিডব্লিউজেএ এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: রবিবার রাতে অফিসের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে চিত্রসাংবাদিক সুমিত কুমার সিংহের উপর প্রাণঘাতী সঙ্ঘবদ্ধ হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। ঘটনাটি ঘটে রাজধানীর কর্নেল চৌমুহনীতে। দুর্বৃত্তরা সুমিত কুমার সিংহকে প্রাণে মারার হুমকি দেয়। তার গলার সোনার চেইন ও মানি ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। সে কোনোভাবে প্রাণে রক্ষা পায় ও সহকর্মীদের সাহায্য নিয়ে আই জি এম হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে পশ্চিম থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রাতেই চার দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম থানার পুলিশ। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছে।

ভারতে অবৈধভাবে অবস্থান, প্রহরমুড়া সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি যুবক আটক

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: ১০৪ ব্যাটেলিয়ন বিএসএফ আবারও সীমান্ত সুরক্ষায় তৎপরতার নজির গড়ল। গতকাল রাত প্রায় দশটা নাগাদ প্রহরমুড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করছিলেন এক বাংলাদেশি যুবক, আবুল হোসেন। টহলদারির সময় বিএসএফ জওয়ানরা তাকে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখে আটক করেন। পরে তাকে আজ সকালে খোয়াই থানার পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হয়।

থানায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় আবুল হোসেন জানিয়েছেন যে তিনি গত সাত বছর ধরে কোনো বৈধ নথিপত্র ছাড়াই ভারতে বসবাস করে আসছেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী, কাজের সন্ধানে তিনি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তবে সম্প্রতি ব্যক্তিগত কারণে বাংলাদেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ ও বসবাসের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মামলার ভিত্তিতে পরবর্তী প্রক্রিয়া চলবে। নিরাপত্তা বাহিনীর সতর্কতার ফলে সীমান্তে আবারও সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

ত্রিপুরায় এবিভিপির সাংগঠনিক দিশা ও ভবিষ্যৎ উদ্যোগ নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: সংগঠনের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ছাত্র-কেন্দ্রিক নীতিনির্ধারণএসব বিষয়কে কেন্দ্র করেই গুরুত্ব আরোপ করলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের জাতীয় সম্পাদক কমলেশ সিং এবং ত্রিপুরা প্রদেশ সম্পাদক গৌরব দাস। মঙ্গলবার আগরতলার ধলেশ্বর কার্য্যালয়ে এবিভিপির সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সম্পাদক কমলেশ সিং, প্রদেশ সম্পাদক গৌরব দাসসহ সংগঠনের অন্যান্য রাজ্যস্তরের নেতৃত্ব। এদিন মূলত এবিভিপির ৭১তম জাতীয় সম্মেলনের মূল সিদ্ধান্ত ও সার্বিক ফলাফল তুলে ধরেন নেতৃত্বরা। সংগঠনের তরফে জানানো হয়, শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক সংস্কার, ক্যাম্পাসে স্বচ্ছ পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা

মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে পরপর দুটি চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনায় অশান্ত তেলিয়ামুড়া

তেলিয়ামুড়া, ৮ ডিসেম্বর: তেলিয়ামুড়া রাজনগর এলাকায় মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে পরপর দুটি চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। নিরাপত্তাহীনতার ভুগছেন রাজনগরবাসী। প্রশ্নের মুখে পড়েছে তেলিয়ামুড়া থানার ভূমিকা। রবিবার গভীর রাতে রাজনগরের টমটম চালক প্রীতম দাসের জীবন জীবিকার একমাত্র সম্বলটমটমটি বাড়ির সামনে রাখা ছিল।

পরদিন সকালে অর্থাৎ আজ সোমবার দরজা খুলতেই চোখে পড়ে ধ্বংসস্তূপগায়েব দামি যন্ত্রাংশ, নিঃশেষ প্রীতমের রোজগারের ভরসা।স্থানীয়দের দাবি, “একটি সংঘবদ্ধ দুষ্কৃতী চক্র রাতের অন্ধকারে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। শহরে টহল না থাকলে তো অপরাধীদের রমরমাই বাড়বে!”

প্রীতম দাস বলেন,“রোজগারের একমাত্র পথ এই টমটম। যন্ত্রাংশ ছাড়া চলবে কীভাবে? এখন সংসারই অনিশ্চিত হয়ে গেল।”এরই মধ্যে আরও বড় বিস্ফোরণচুরি মামলায় ধৃত পরিতোষ দেবনাথের থানার হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়া। বৈদ্যুতিক ‘গ্রিফ’ চুরির অভিযোগে ধৃত বিশালগড়ের ওই যুবক রবিবার সকালের মধ্যেই উধাও। থানায় সেন্টি’র দায়িত্বে ছিলেন এসপিও সুনিতা রুদ্র পাল ও পিন্টু সরকার। পালানোর ঘটনায় উঠেছে গুরুতর পুলিশি গাফিলতির অভিযোগ। থানার ভেতরে এমন নিরাপত্তা ব্যর্থতা নজিরবিহীন বলেই দাবি এলাকাবাসীর।

এক স্থানীয় বাসিন্দার ক্ষোভ, “বাইরে চুরি বাড়ছে, আর ভেতরে ধৃত আসামিই পালিয়ে যাচ্ছে! তাহলে রক্ষা পাবে কারা? সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?”সচেতন নাগরিক সমাজের মত আরও তীব্র“এই ঘটনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হওয়া জরুরি। শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও পুনর্গঠিত করতে হবে।”তেলিয়ামুড়া থানার রাতের টহল নিয়ে আগেই উঠেছিল নানা অভিযোগ। পরপর দুটি ঘটনার পর সেই প্রশ্ন এখন আরও তীব্র, আরও তীক্ষ্ণ। রাজনগর ও আশপাশের এলাকায় সাধারণ মানুষের বুক থেকে আস্থা সরে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে সন্দেহ ও আতঙ্ক।

শহর এখন একটাই প্রশ্ন করছে“নিরাপত্তা দেবেন কারা? পুলিশের হাতেই যদি ফসকে যায় আইন, তাহলে সাধারণ মানুষ ভরসা খুঁজবে কোথায়?”

সচেতন নাগরিক সমাজ আরও সরব হয়ে দাবি তুলেছেঘটনার দায়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হোক এবং শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করা হোক।

তেলিয়ামুড়া থানার রাতের টহল নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠেছিল। পরপর দুটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর সেই প্রশ্ন আরও তীব্র হয়েছে। রাজনগরসহ আশপাশের এলাকায় মানুষ এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

আগামী ১১ই ডিসেম্বর দক্ষিণ জেলা নেশা মুক্তি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৮ ডিসেম্বর: আগামী ১১ই ডিসেম্বর দক্ষিণ জেলা নেশা মুক্তি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিলোনিয়া বিকেআই সিন্থেটিক গাউন্ডে নেশা মুক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের সুচনা হবে ক্রীড়া মন্ত্রীর হাত ধরে ১১ই ডিসেম্বর বেলা সাড়ে এগারোটায়। একমাস ব্যাপী চলবে এই টুর্নামেন্ট। জেলার আটটি ব্লকে একটি করে এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, পাশাপাশি এই টুর্নামেন্টে উপলক্ষে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠিত হবে প্রশাসনিক শিবির, মোট ১২ টি টিম নেশা মুক্তি ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ গহন করবে বলে জানান জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি।

নেশামুক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি নিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় জেলা শাসক কার্য্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত হয় সাংবাদিক সম্মেলন। জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি , জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত , জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি, আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আরো বলেন আটটি ব্লক থেকে বিলোনিয়া পুরসভা ,শান্তির বাজার পুরসভা, সাবরুম নগর পঞ্চায়েত সহ ১২ টি দল ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকরবে বলে জানান।

এছাড়া যারা নেশামুক্তি কেন্দ্রে থেকে নেশাকে মুক্তি দিয়েছে এই রকম কুড়ি জন যুবকদের ফুটবল খেলার দক্ষতা সহ অন্যান্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাদের মধ্য থেকেও এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে বলে জানান জেলা শাসক। ফাইনাল ম্যাচের দিনক্ষণ এখনোও ঠিক হয়নি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফেসর মানিক সাহার সাড়া পেলেই দিনক্ষণ চূড়ান্ত হবে বলে জানান দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি। জেলা পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি জানান নেশার বিরুদ্ধে অভিযান চলছে এই অভিযান জারি থাকবে। নেশা কারবারীদের গতিবিধি পুলিশের কাছে খবর দেওয়ার জন্য শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন জানান পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের জেলা সভাধিপতি দীপক দত্ত এই ফুটবল টুর্নামেন্টের সাফল্য কামনা করেন এবং জনগনের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানিয়ে নেশা থেকে দুরে থেকে সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ারও আহ্বান জানান যুবকদের।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে সফল চিকিৎসায় নবজাত শিশুর জীবন রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: ধর্মনগরের বাসিন্দা সুদীপ্ত মালাকার ও তাঁর স্ত্রী বিশাখা নাথের প্রথম সন্তানের জন্ম হয় গত ২৪ নভেম্বর, ২০২৫। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটির শরীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ফলে পরিবারটি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়।

গত ০১ ডিসেম্বর শিশুটির শারীরিক অবস্থা দ্রুত খারাপ হতে শুরু করলে তাকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের শিশু বিভাগে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে শিশুটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর জানা যায়, শিশুটি কিছু গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে জন্মেছে। তার প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি হওয়ায় তার ওজন ছিল অনেক কম এবং সে নবজাতক জন্ডিসে আক্রান্ত ছিল। এছাড়া শিশুটির শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা ছিল, যা নবজাতকের জন্য খুবই বিপজ্জনক।

শিশুটির জীবন বাঁচাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নেয় এবং তাকে প্রখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জনা ঘোষের তত্ত্বাবধানে পাঠানো হয়।

ডাঃ ঘোষ তৎকালীন পরিস্থিতি দেখে শিশুটিকে দ্রুত হাসপাতালে নবজাতক পরিচর্য্যা ইউনিট বিভাগে স্থানান্তরিত করেন। সেখানে নিবিড় পর্যবেক্ষণ চলাকালে, ডাঃ ঘোষ লক্ষ্য করেন শিশুটি মারাত্মক শ্বাসকষ্টেও ভুগছে।

ডাঃ ঘোষের নেতৃত্বে নার্সিং অফিসার সুমিতা বেগম, পিংকি দাস, নাইতুয়া ডার্লং এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা একসঙ্গে শিশুটির চিকিৎসার পরিষেবা প্রদান করেন। তারা নিয়মিতভাবে শিশুটির শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদস্পন্দন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেন।

চারদিন চিকিৎসার পর শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জনা ঘোষ এবং তার চিকিৎসক টিমের প্রচেষ্টার ফলে শিশুটির শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। শ্বাসকষ্ট কমে যায় এবং জন্ডিসও কমে আসতে থাকে। পরিশেষে গত ০৫ ডিসেম্বর শিশুটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং বিপদমুক্ত ঘোষণা করা হয়। হাসপাতালের নার্সিং অফিসাররা হাসিমুখে শিশুটিকে তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেন। দীর্ঘ উদ্বেগের পর সন্তান সুস্থ হয়ে ফিরে আসায় মা-বাবা আনন্দিত হন। তারা ডাঃ সঞ্জনা ঘোষ এবং তার টিমের সকল সদস্য, বিশেষ করে স্পেশাল নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটের নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

গর্ভমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েসন ত্রিপুরা বিলোনীয়া বিভাগীয় ইউনিটের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৮ ডিসেম্বর: গর্ভমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েসন ত্রিপুরা বিলোনীয়া বিভাগীয় ইউনিটের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় আজ। সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সোমবার সকাল এগারোটায় বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় গর্ভমেন্ট পেনসনার্স অ্যাসোসিয়েসন বিলোনীয়া বিভাগীয় ইউনিটের বিংশতম বার্ষিক সাধারণ সভা।

শোক প্রস্তাব পাঠ করেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক অধীর বিশ্বাস,প্রয়াত অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গর্ভমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েসন ত্রিপুরা বিলোনীয়া বিভাগীয় ইউনিটের বার্ষিক সাধারণ সভা। ইউনিটের বিংশ তম বার্ষিক সাধারণ সভা।শোক প্রস্তাব পাঠ করেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক অধীর বিশ্বাস,প্রয়াত অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন পেনসনার্স অ্যাসোসিয়েসনের সদস্য রতন ভৌমিক।বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যে দিয়ে পেনসনার্স ভাই বোন দের স্বাস্যের খবর যেমন নিয়ে থাকি তেমনি একে অপরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম বলে মনে করি।তার মধ্যে ও আমাদের অনাদায়ী দাবি গুলো সরকারের কাছে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে সভায় উপস্থিত সকলের সুচিন্তিত মতামতের মধ্যে দিয়ে দাবি গুলো আদায় করতে পারি।

বার্ষিক সাধারন সভার মধ্যে দিয়ে আমরা বার্তা দিতে চাই আমাদের প্রৌঢ় জীবনের যে যন্ত্রনা, প্রৌঢ় জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশাসনিক দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়ার পর ও কিছু সমস্যার এখন সমাধান হয়নি,পেনসনার্স দের আরো অন্যান্য দাবি নিয়ে এইদিনের সভায় আলোচনা করা হবে বলে জানান সংগঠনের সম্পাদক রতন চক্রবর্তী। প্রায়একশ আশি জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বলে জানান সংগঠনের পক্ষ থেকে। আজকের কর্মসূচীর কনভেনার সুভাষ দত্ত, ভোলানাথ চক্রবর্তী,কোষাধ্যাক্ষ দীলিপ দেবনাথ।

দক্ষিণ চড়িলামে গভীর রাতে রাবারের স্মোক সেন্টারে আগুনে, দেড় লক্ষ টাকার ক্ষতি

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর: বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত দক্ষিণ চড়িলাম চৌমুহনি পাড়ায় গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাপন শুক্ল দাসের স্মোক সেন্টারে হঠাৎই আগুন লাগে বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটে রবিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ। আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যেই স্মোক সেন্টারটিকে গ্রাস করে ফেলে।

স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে ধোঁয়া ও আগুনের তাপ অনুভব করে বিষয়টি বুঝতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

জানা গেছে, এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সময়মতো দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে না পৌঁছালে পাশে থাকা গোডাউনে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারত এবং পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারত বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas